বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশের অবস্থান ও আয়তন

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে।

মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।

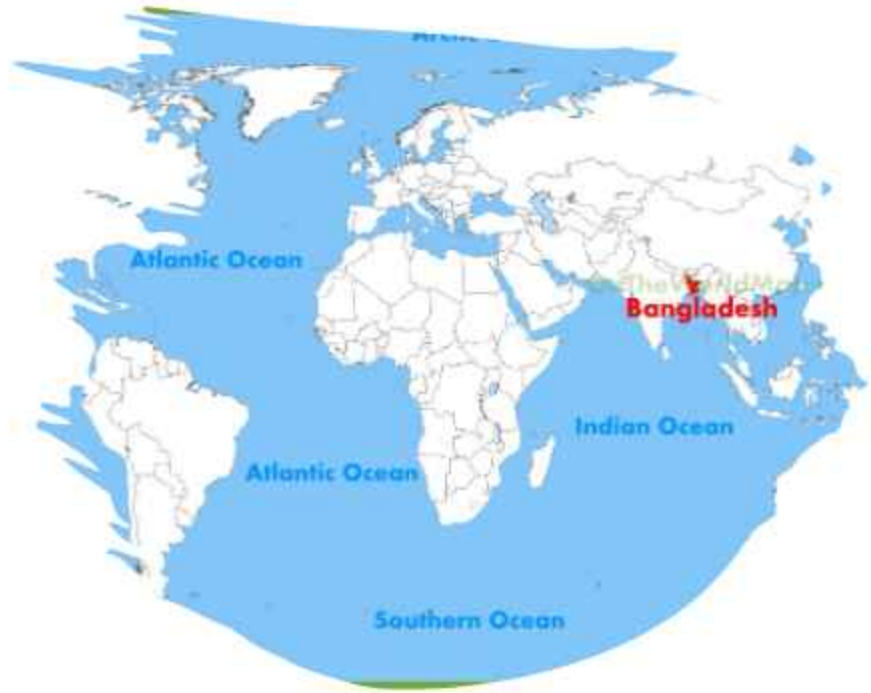

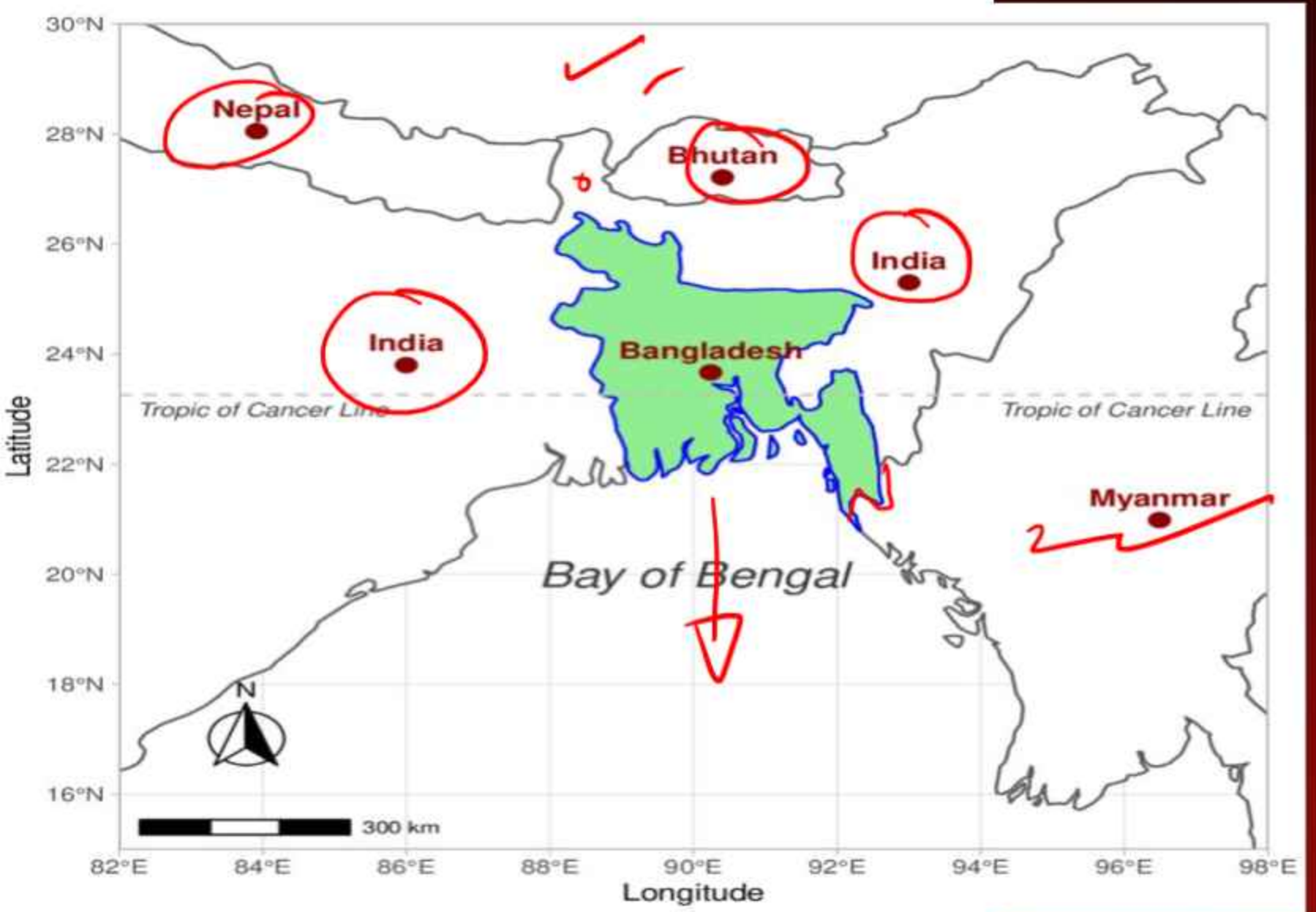
30°N
28°N
26°N
24°N
22°N
20°N
18°N
16°N
Latitude
Nepal
Bhutan
India
India
Bangladesh
Tropic of Cancer Line
Tropic of Cancer Line
Myanmar
Bay of Bengal
N
300 km
82°E
84°E
86°E
88°E
90°E
92°E
94°E
96°E
98°E
Longitude

বাংলাদেশের সীমানা

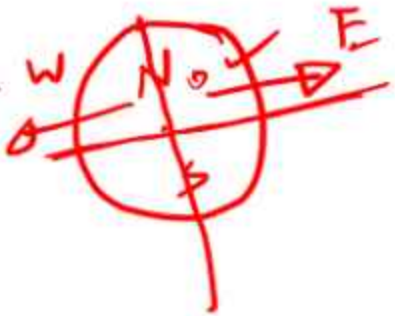

অক্ষাংশ	২০°৩৪' উত্তর থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে।
দ্রাঘিমাংশ	৮৮°০১' পূর্ব থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে।

বাংলাদেশের সীমানা

দিক	স্থান
উত্তরে	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়
পূর্বে	ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার
পশ্চিমে	পশ্চিমবঙ্গ
দক্ষিণে	বঙ্গোপসাগর, মিয়ানমার

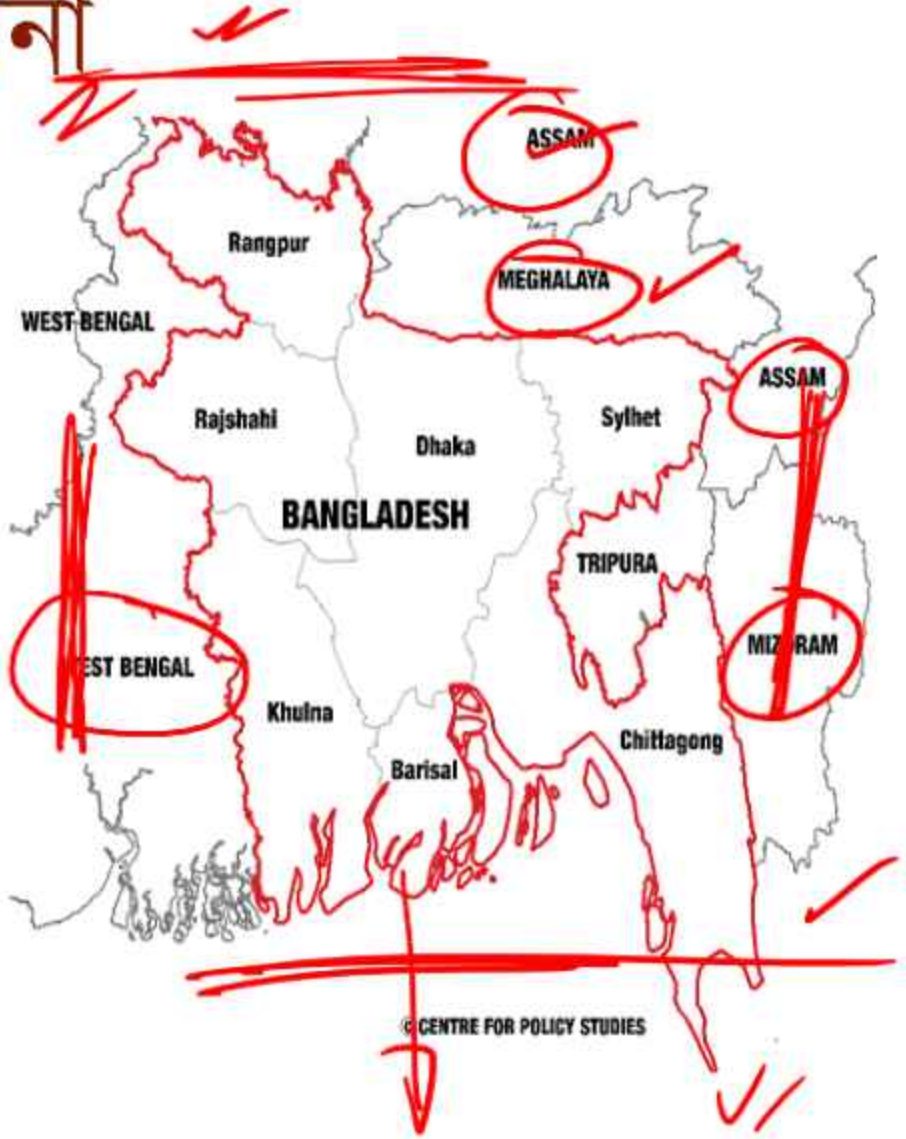

বাংলাদেশের সীমান্তদৈর্ঘ্য

	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	মাধ্যমিক ভূগোল
বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা	৫১৩৮ কি.মি.	৪৭১১ কি.মি.
বাংলাদেশের সর্বমোট স্থলসীমা	৪৪২৭ কি.মি.	৩৯৯৫ কি.মি.
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১১ কি.মি.	৭১৬ কি.মি.

বাংলাদেশের সীমান্তদৈর্ঘ্য

	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	মাধ্যমিক ভূগোল
বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখার দৈর্ঘ্য	৪১৫৬ কি.মি.	৩৭১৫ কি.মি.
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য	২৭১ কি.মি.	২৮০ কি.মি.
ভারতের সাথে জলসীমা	১৮০ কি.মি.	

বাংলাদেশের সীমান্তদৈর্ঘ্য

রাজনৈতিক/ উপকূলীয় সমুদ্রসীমা	১২ নটিক্যাল মাইল/ ২২.২২ কিমি
অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা	২০০ নটিক্যাল মাইল
মহীসোপানের দৈর্ঘ্য	৩৫৪ নটিক্যাল মাইল

বাংলাদেশের সীমান্ত

সীমান্তবর্তী দেশ- ২ টি

ভারত

মায়ানমার

মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কিমি/ ৪৭১১ কিমি (মাধ্যমিক ভূগোল)

সীমান্তবর্তী জেলা

- ✓ ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা- ৩০ টি।
- ✓ মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা- ৩ টি।
- ✓ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২ টি।

Sylhet
BANGLADESH
INDIA
Agartala
Dhaka
Comilla
Khagrachari
Khulna
Rangamati
Chittagong
Bandarban
Cox's Bazar
BAY OF BENGAL
BURMA

জেলা ও বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধকালীন জেলা - ১৯ টি

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভাগ - ৪ টি

বর্তমানে মোট বিভাগ - ৮ টি

মোট জেলা - ৬৪ টি

সীমান্তবর্তী বিভাগ

- ✓ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভাগ- ৬ টি।
- ✓ খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম।

ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ত নেই।

সীমান্তবর্তী রাজ্য

- ✓ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যের সংখ্যা- ৫টি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিরোজাম)।

- ✓ বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের সীমান্তবর্তী রাজ্যের সংখ্যা- ২টি (চিন, রাখাইন)।

পশ্চিমবঙ্গের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা

পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা - ১৬ টি

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলা - ১০ টি

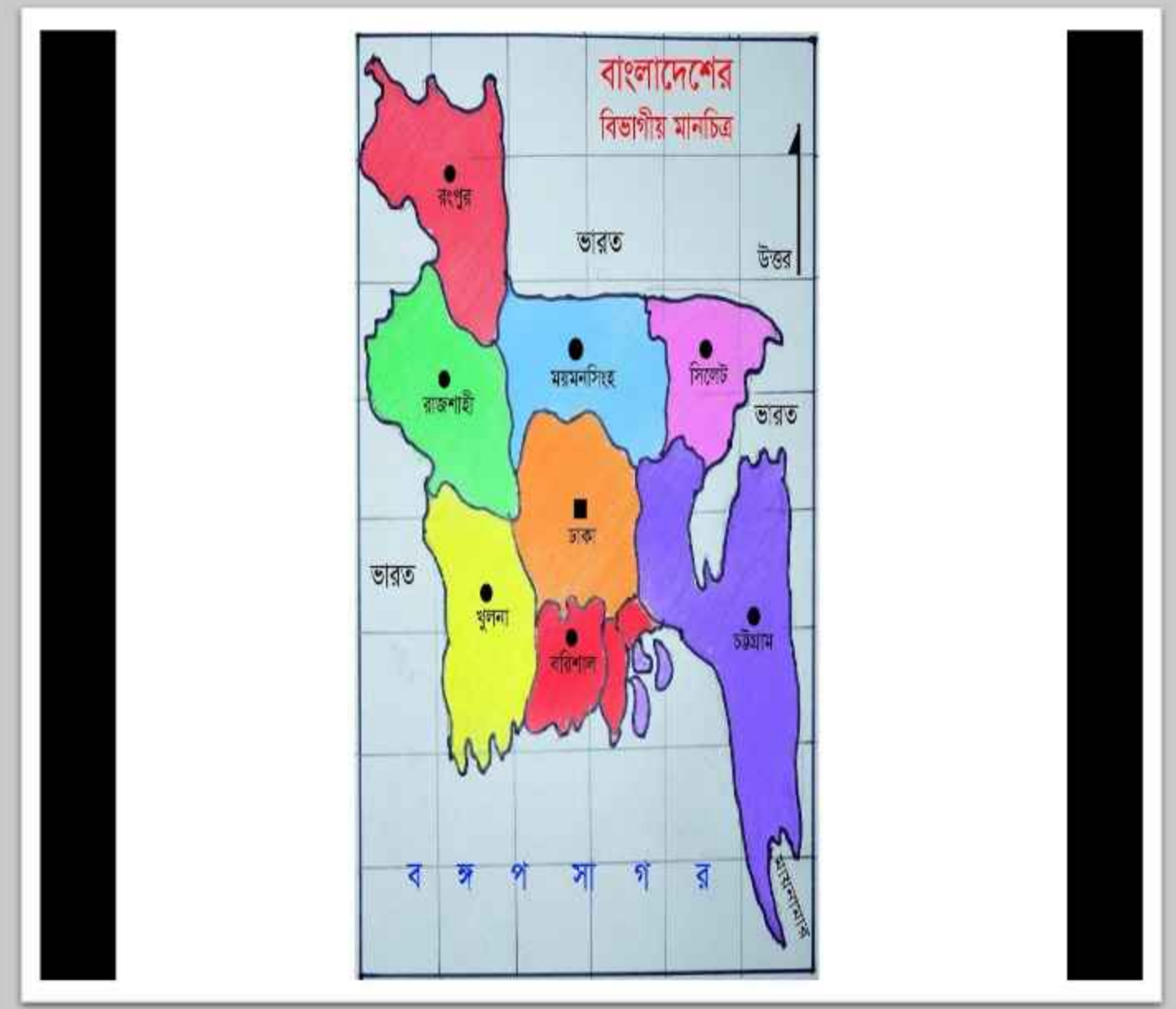

সীমান্তবর্তী ভূখন্ড

দিক	সীমান্তবর্তী স্থান	সীমান্তবর্তী উপজেলা	সীমান্তবর্তী জেলা	বিভাগ
উত্তর	বাংলাবান্ধা	তেতুলিয়া	পঞ্চগড়	রংপুর
দক্ষিণ	ছেড়াদ্বীপ	টেকনাফ	কক্সবাজার	চট্টগ্রাম
পূর্ব	আখাইনঠং	থানচি	বান্দরবান	চট্টগ্রাম
পশ্চিম	মনকশা	শিবগঞ্জ	চাপাইনবাবগঞ্জ	রাজশাহী

আসাম
মেঘালয়
সুনামগঞ্জ
সিলেট
দিনাজপুর
রংপুর
নওগাঁ
বগুড়া
রাজশাহী
নাটোর
টাঙ্গাইল
ময়মনসিংহ
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
পাবনা
গাজীপুর
ত্রিপুরা
মিজোরাম
পশ্চিমবঙ্গ
(ভারত)
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
মাগুরা
চাঁদপুর
যশোর
ফেনী
বরিশাল
রাঙ্গামাটি
চট্টগ্রাম
খুলনা
বরগুনা
চিন রাজ্য
(মায়ানমার)
বঙ্গোপসাগর
রাখাইন রাজ্য
(মায়ানমার)

বঙ্গোপসাগর

- ✓ আয়তন: প্রায় ২২ লাখ বর্গ কিমি।
- ✓ গড় গভীরতা ৮,৫০০ ফুট [২৬০০ মিটার]।
- ✓ উপকূলীয় দেশ: ৫টি দেশ।
- ✓ বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা।

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড

- ✓ বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম।
- ✓ এর অন্য নাম 'গঙাখাদ'
- ✓ মহীসোপানের কিনারায় এ খাদের গভীরতা প্রায় ১২০০ মিটার।

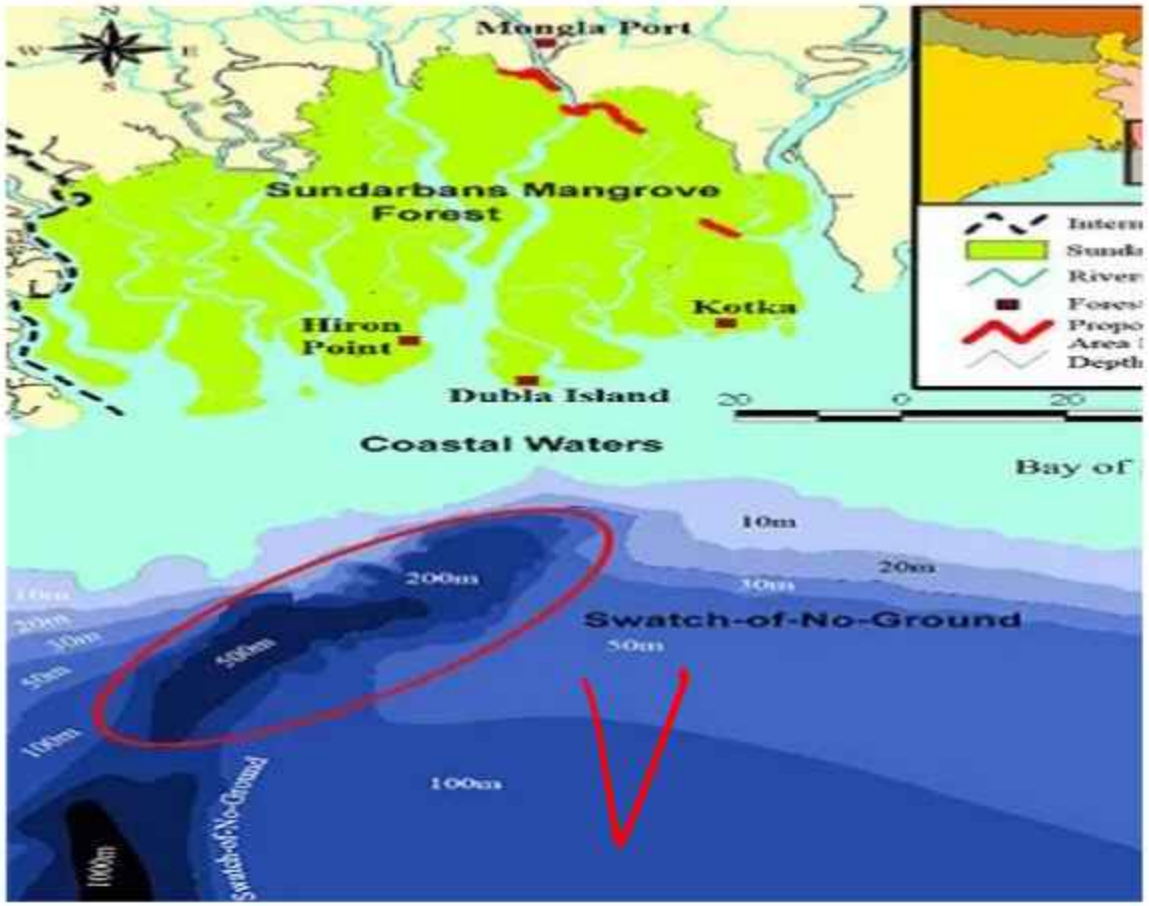

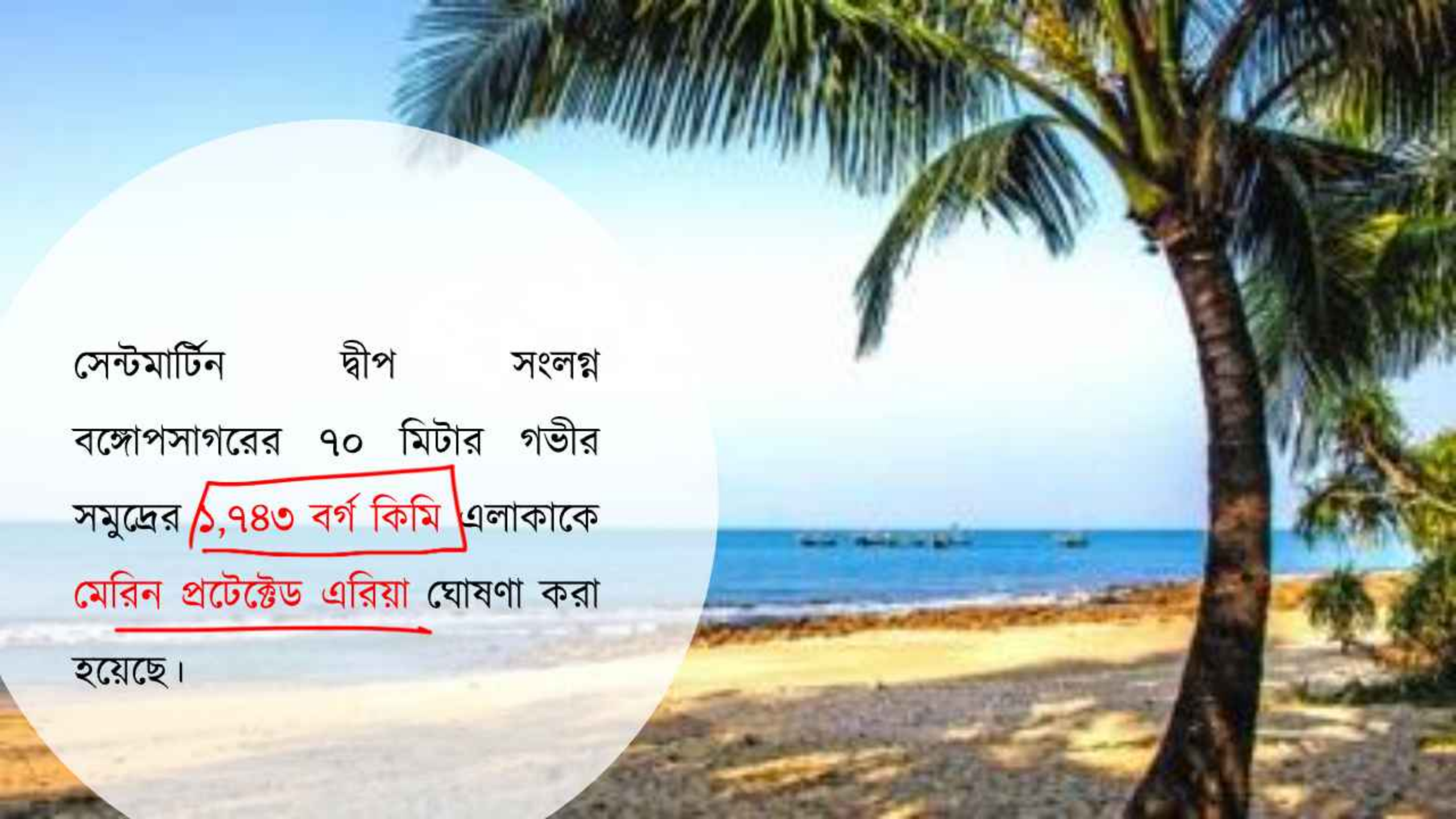

সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ৭০ মিটার গভীর সমুদ্রের ১,৭৪৩ বর্গ কিমি এলাকাকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

Ninety East Ridge

ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব।

বঙ্গোপসাগর গঠিত হওয়ার পর প্রাথমিককালেই এটি অস্তিত্ব লাভ করে।

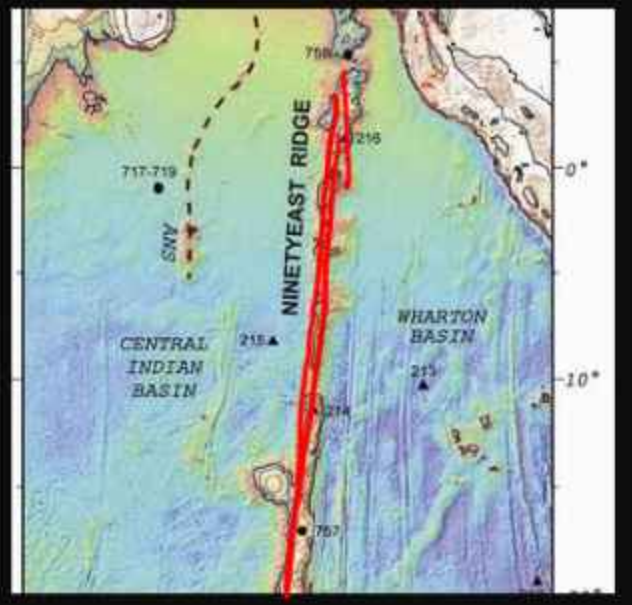

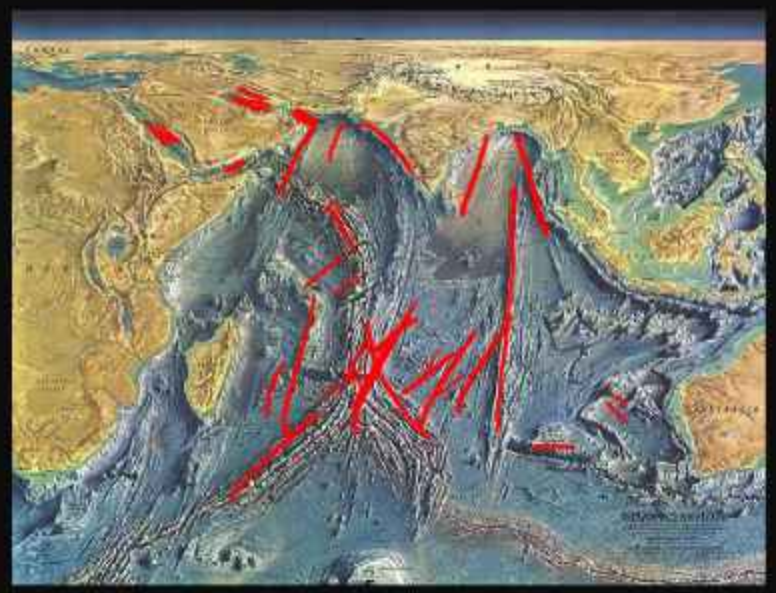

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র ও সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির গতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন:

- অবস্থানগত গুরুত্ব
- অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব
- সমুদ্র সীমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

- ✓সমুদ্র সীমার সামরিক গুরুত্ব
- ✓দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থান
- ✓খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থা
- ✓উপ আঞ্চলিক গুরুত্ব
- ✓ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক উপনাম

ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
বাংলাদেশের লন্ডন সিটি	সিলেট
বাংলাদেশের কুয়েত সিটি	খুলনা অঞ্চল
বাংলার ভেনিস/ বাংলার শস্যভান্ডার	বরিশাল
সাগর কন্যা	কুয়াকাটা
সাগর দ্বীপ/ কুইন্স আইল্যান্ড অব বাংলাদেশ	ভোলা

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক উপনাম

প্রাচ্যের ডান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
৩৬০ আউলিয়ার দেশ/ বাংলাদেশের ডিজিটাল সিটি /সাইবার সিটি	সিলেট
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার/ বাণিজ্যিক রাজধানী/ ১২ আউলিয়ার দেশ	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার	বগুড়া

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক উপনাম

বাংলাদেশের ছাদ বা রহস্যের লীলাভূমি	বান্দরবান
রাঙামাটির ছাদ	সাজেক
হ্রদ জেলা	রাঙামাটি
সিল্ক সিটি	রাজশাহী
হেলদি সিটি	চট্টগ্রাম

রাজশাহীর পূর্বনাম কী ছিল?

- রামপুর বোয়ালিয়া

বাংলার ভেনিস/
বরিশালের প্রাচীন নাম কী?

- বাকলা
- চন্দ্রদ্বীপ
- ইসলামপুর

সিলেটের অপর নাম কী?

- শ্রীহট্ট
- জালালাবাদ

ত্রিপুরা কোন জেলার পূর্ব নাম?

- কুমিল্লার

নাসিরাবাদ কোন জেলার পূর্ব নাম?

- ময়মনসিংহ

কুষ্টিয়ার পূর্বনাম কোনটি?

- নদীয়া

সুধারাম কোন এলাকার পূর্বনাম

- নোয়াখালী

চট্টগ্রামের পূর্বনাম-

- ইসলামাবাদ

ঢাকার পূর্বনাম-

- জাহাঙ্গীরনগর

ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম
বাংলাদেশ	বং, বঙ্গ, বাঙাল, সুবে বাঙাল
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর, ঢাবেকা, ঢুক্কা
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ, পোরটো গ্রানডে, শাতিলগঞ্জ
খুলনা	জাহানাবাদ
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ, বাকলা, ইসমাইলপুর
সিলেট	শ্রীহট্ট (সুলতানী আমলে ছিল জালালাবাদ)
কুষ্টিয়া	নদীয়া

ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম
মুন্সীগঞ্জ	বিক্রমপুর
ফেনী	শমশেরনগর
সয়নামতি	রোহিতগিরি
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড
শরীয়তপুর	ইদ্রাকপুর পরগনা

ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বাগেরহাট	খলিফাতাবাদ
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
নোয়াখালী	সুধারাম/ ভুলুয়া
জামালপুর	সিংহজানী
কুমিল্লা	ত্রিপুরা/পরগণা
কক্সবাজার	পালংকি/বাকুলিয়া
মহাস্থানগড়	পুণ্ড্রবর্ধন
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

- ভূ-প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ।

যথা:

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ (১২%)

২. প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ (৮%)

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি (৮০%)

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

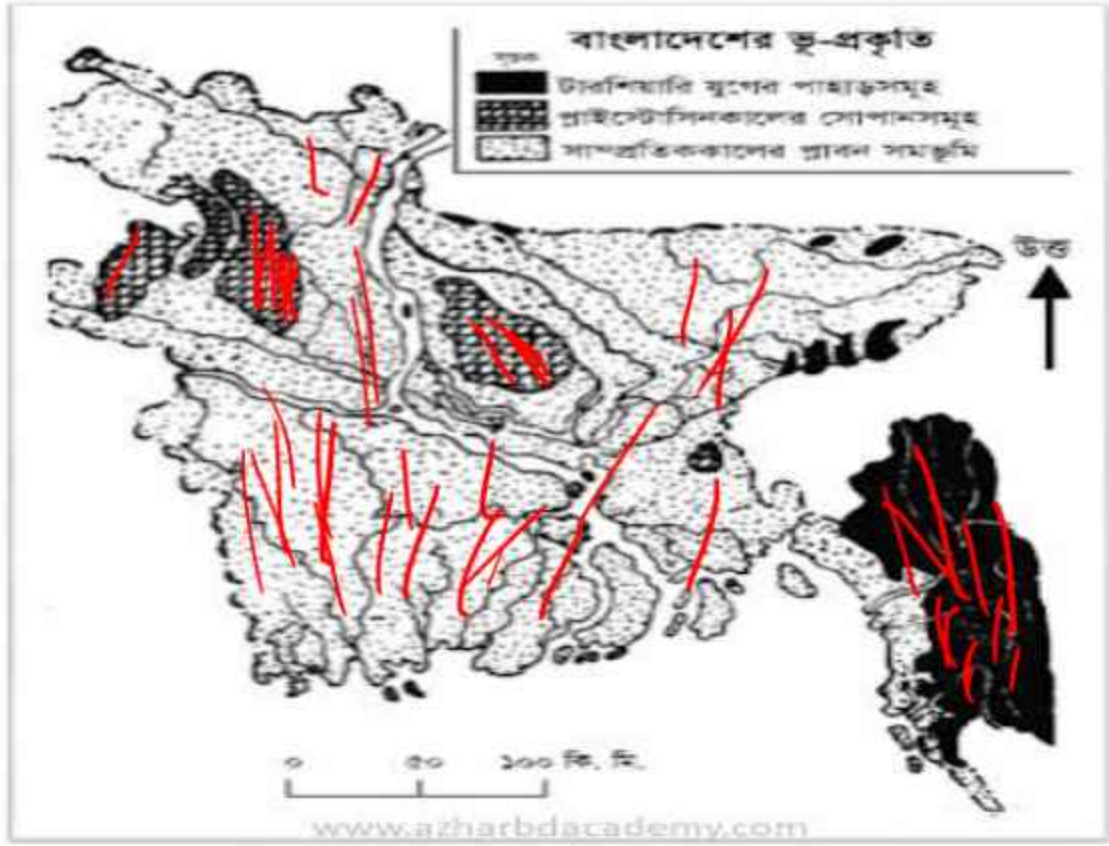

- অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।
- পাহাড়সমূহ:
  - ✓ হিমালয় পর্বত
  - ✓ আসামের লুসাই পাহাড়
  - ✓ মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়

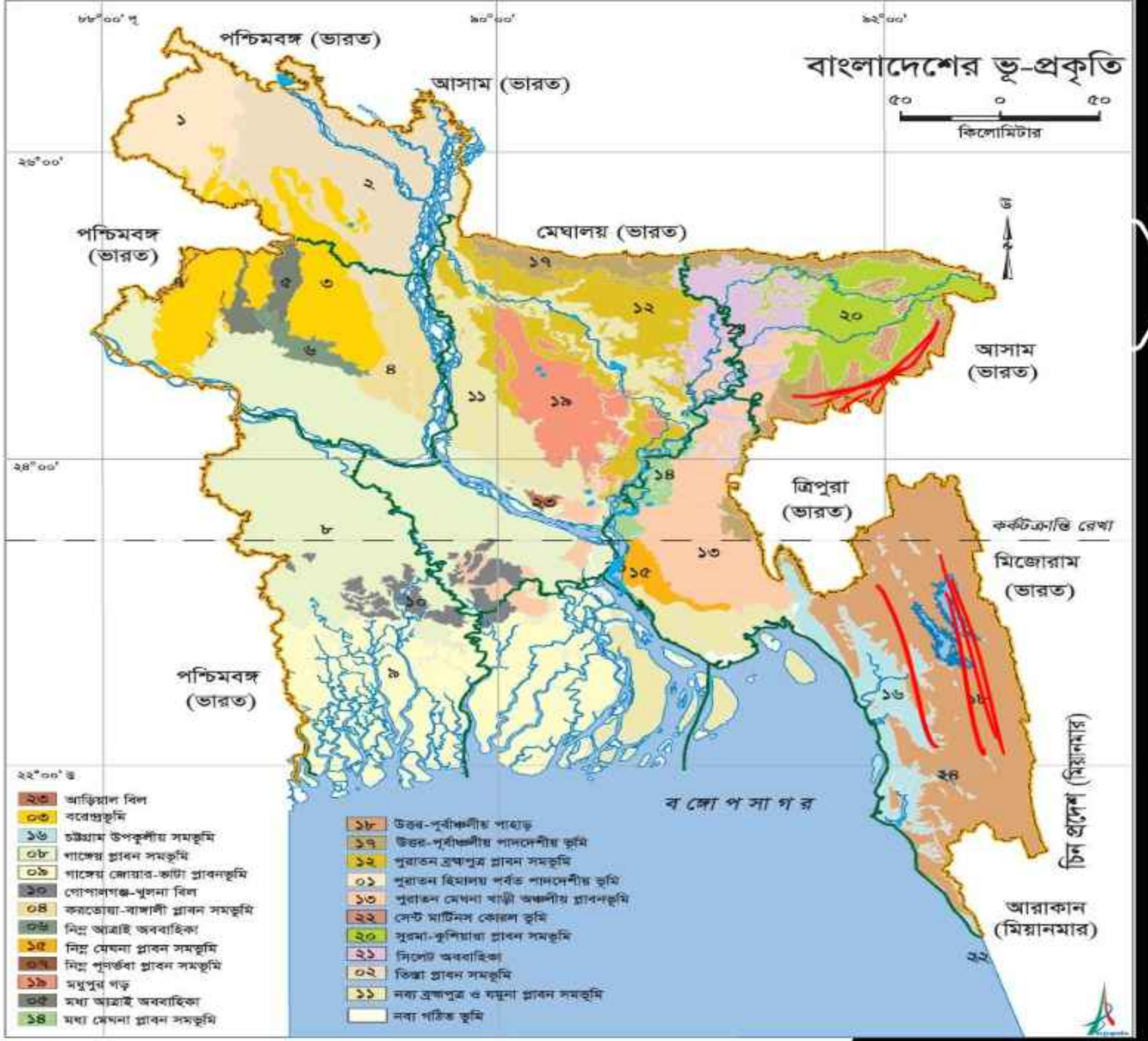
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি
৫০ ০ ৫০
কিলোমিটার
৮৮°০০' পূ
৯০°০০'
৯২°০০'
২৬°০০'
২৪°০০'
২২°০০' উ
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
আরাকান (মিয়ানমার)
চিন প্রদেশ (মিয়ানমার)
কর্কটক্রান্তি রেখা
ব ঙ্গো প সা গ র
উ
২৩ আড়িয়াল বিল
০৩ বরেন্দ্রভূমি
১৬ চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি
০৮ গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমি
০৯ গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি
১০ গোপালগঞ্জ-খুলনা বিল
০৪ করতোয়া-বাঙ্গালী প্লাবন সমভূমি
০৬ নিম্ন আত্রাই অববাহিকা
১৫ নিম্ন মেঘনা প্লাবন সমভূমি
০৭ নিম্ন পুণর্ভবা প্লাবন সমভূমি
১৯ মধুপুর গড়
০৫ মধ্য আত্রাই অববাহিকা
১৪ মধ্য মেঘনা প্লাবন সমভূমি
১৮ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়
১৭ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাদদেশীয় ভূমি
১২ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবন সমভূমি
০১ পুরাতন হিমালয় পর্বত পাদদেশীয় ভূমি
১৩ পুরাতন মেঘনা ঘাটী অঞ্চলীয় প্লাবনভূমি
২২ সেন্ট মার্টিনস কোরাল ভূমি
২০ সুরমা-কুশিয়ারা প্লাবন সমভূমি
২১ সিলেট অববাহিকা
০২ তিস্তা প্লাবন সমভূমি
১১ নব্য ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবন সমভূমি
নব্য গঠিত ভূমি

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ

২. উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ

- অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল: রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম
- পাহাড়ের গড় উচ্চতা: ৬১০ মিটার

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ

- ✓সাকা হাফং (মোদকটং) (বেসরকারি হিসেবে সর্বোচ্চ)
- ✓কিওক্রাডং
- ✓চিম্বুক পাহাড়
- ✓তাজিংডং (বিজয়)

তাজিংডং (বিজয়)

- সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত (পূর্বে কেওক্রাডং)।
- অবস্থানঃ রুমা, বান্দরবান।
- তাজিংডং অর্থ – গহীন অরণ্যের পাহাড়।

উৎস	উচ্চতা (মিটার)	উচ্চতা (ফুট)
মাধ্যমিক ভূগোল	১২৩১	৪০৩৯
পর্যটন কর্পোরেশন	[illegible]	৪৫০০

চিম্বুক পাহাড়

- অবস্থান: বান্দরবান
- বসবাস: মারমা উপজাতি
- বাংলার দার্জিলিং নামে পরিচিত
- পাহাড়ের রানি – চিম্বুক পাহাড়

উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ

অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল: ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চল

গড় উচ্চতা: ২৩৪ মিটারের বেশি নয়

উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে পরিচিত: টিলা নামে

পাহাড়: গারো খাসিয়া পাহাড়, জয়ন্তিয়া, চিকনাগুল

গারো পাহাড়

- আয়তনঃ ৮১৬৭ বর্গকি.মি.

[সূত্র: কালের কণ্ঠ]

গারো পাহাড়

- উচ্চতম শৃঙ্গ ~~– নকরেক নামে~~ পরিচিত
- বসবাস করে মাতৃতান্ত্রিক গারো পরিবার

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

প্রকরণ	উপ- প্রকরণ	অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল	তথ্য
▪ আসামের লুসাই এবং মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। ▪ বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারাগঠিত।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম	✓ পাহাড়ের গড় উচ্চতা: ৬১০ মিটার। ✓ বান্দরবানের একটি শৃঙ্গের নাম তাজিনডং (বিজয়), যার উচ্চতা ১,২৮০ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
	উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চল	✓ গড় উচ্চতা: ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। ✓ উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। ✓ এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি

অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল: উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালে গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়

এই ভূমির সব জায়গার মাটি লাল ও ধূসর বর্ণের

প্লাইস্টোসিন সময়কাল: আনুমানিক ১৫০০০ বছর পূর্বে

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি

১. রাজশাহী ও রংপুরের বরেন্দ্রভূমি

- ✓ **অবস্থান:** রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর
- ✓ **আয়তন:** ৯৩২০ বর্গ কি.মি.
- ✓ **উচ্চতা:** ৬-১২ মিটার

২. টাঙ্গাইলের মধুপুর ও গাজীপুরের ভাওয়ালের গড়

- ✓ **অবস্থান:** ময়মনসিংহ
- ✓ **আয়তন:** ৪১০৩ বর্গ কি.মি.
- ✓ **উচ্চতা:** ৩০ মিটার

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি

৩. কুমিল্লার লালমাই পাহাড়

- ✓ **অবস্থান:** কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি.মি. দূরে
- ✓ **আয়তন:** ৩৪ বর্গ কি.মি.
- ✓ **উচ্চতা:** ২১ মিটার

প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি

প্রকরণ	উপ- প্রকরণ	অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল	তথ্য
আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বে প্লাইস্টোসিন কালে। এসব সোপান (উচ্চভূমি) গঠিত হয়েছিল।	রাজশাহী ও রংপুরের বরেন্দ্রভূমি	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের	✓ ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। ✓ প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার।
	টাঙ্গাইলের মধুপুর ও গাজীপুরের ভাওয়ালের গড়	টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।	✓ আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলেমিটার। ✓ সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার।
	কুমিল্লার লালমাই পাহাড়	কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত।	✓ • আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার। ✓ গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

- ✓ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি।
- ✓ আয়তন: ~~১,২৪,২৩৬ বর্গকি.মি.~~
- ✓ ভূমির বৈশিষ্ট্য: উর্বর

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

❑ সমুদ্রসমতল থেকে বিভিন্ন জেলার উচ্চতা

✓ দিনাজপুর	৩৭.৫০ মিটার
✓ বগুড়া	২০ মিটার
✓ ময়মনসিংহ	১৮ মিটার
✓ নারায়ণগঞ্জ	৮ মিটার

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

প্রকরণ	উপ- প্রকরণ	অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল	তথ্য
সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি	পাদদেশীয় সমভূমি। অন্তর্গত।	রংপুর ও দিনাজপুর	❖ সমুদ্র সমতল থেকে, ✓ দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, ✓ বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার ✓ ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মি
	বন্যা প্লাবন সমভূমি	ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটে	
	ব-দ্বীপ	ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ	
	উপকূলীয় সমভূমি।	নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত	
	স্রোতজ সমভূমি	খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ	

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

Let’s Recap…..

বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত

- ✓ অবস্থান: চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার লালমাইয়ে।
- ✓ বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ: ভাঁজ/ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণীর।
- ✓ গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগে।
- ✓ প্লাইস্টোসিন যুগের পাহাড় স্থল: গারো ও লালমাই পাহাড়।

বাংলাদেশের পাহাড়

পাহাড়	অবস্থান	তথ্যকণিকা
গারো	শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ	বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ও বৃহত্তম পাহাড়।
লালমাই	কুমিল্লা	এটি প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত হয়। অপর নাম রোহিতগিরি।
চন্দ্রনাথ	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	হিন্দুদের জন্য তীর্থস্থান। (গরম পানির ঝর্ণা)
কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	এই পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে।
জৈয়ন্তিকা	সিলেট	
হিমছড়ি	কক্সবাজার	শীতল পানির ঝর্ণা

বাংলাদেশের পাহাড়

পাহাড়	অবস্থান	তথ্যকণিকা
আলুটিলা	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ির সর্বোচ্চ পাহাড় ও একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র
চিম্বুক	রুমা, বান্দরবান	'কালা পাহাড়' বা 'পাহাড়ের রানি' নামে পরিচিত। একে বাংলাদেশের দার্জিলিং বলা হয়।
বিজয়/ তাজিংডং		সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ (উচ্চতা: ১২৩১ মিটার)
কেওক্রাডং		২য় সর্বোচ্চ পাহাড় (উচ্চতা: ১২৩০ মিটার)

গিরিপথ

- পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতশ্রেণির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ও অনুচ্চ পথকে গিরিপথ বলে।

গিরিপথ	অবস্থান
সেন্ট বার্নাড	সুইজারল্যান্ড (আল্পস)
খাইবার	পাকিস্তান-আফগানিস্তান
বোলান	পাকিস্তান
আলপিনা	কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

উপত্যকা

দুইদিকে পাহাড় বা পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাকে উপত্যকা (Valley) বলে।

যেমনঃ

- ✓ সোয়াত হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণির একটি উপত্যকা। এটি পাকিস্তানের খাইবার পখতুনখোয়া প্রদেশে অবস্থিত
- ✓ মৃত্যু উপত্যকা (Death Vally) উত্তর আমেরিকার পূর্ব ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত নিম্নতম, শুষ্কতম এবং উত্তপ্ত অঞ্চল।

বাংলাদেশের উপত্যকা

উপত্যকা / ভ্যালি	অবস্থান
হালদা ভ্যালি	খাগড়াছড়ি
বলিশিরা ভ্যালি	মৌলভীবাজার
নাপিত খালি ভ্যালি	কক্সবাজার

বাংলাদেশের উপত্যকা

উপত্যকা/ ভ্যালি	অবস্থান
সাঙ্গু ভ্যালি	চট্টগ্রাম
ভেঙ্গি ভ্যালি	কাপ্তাই, রাঙামাটি
মাইনীমুখী ও সাজেক	রাঙামাটি

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

❑ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

২. ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন

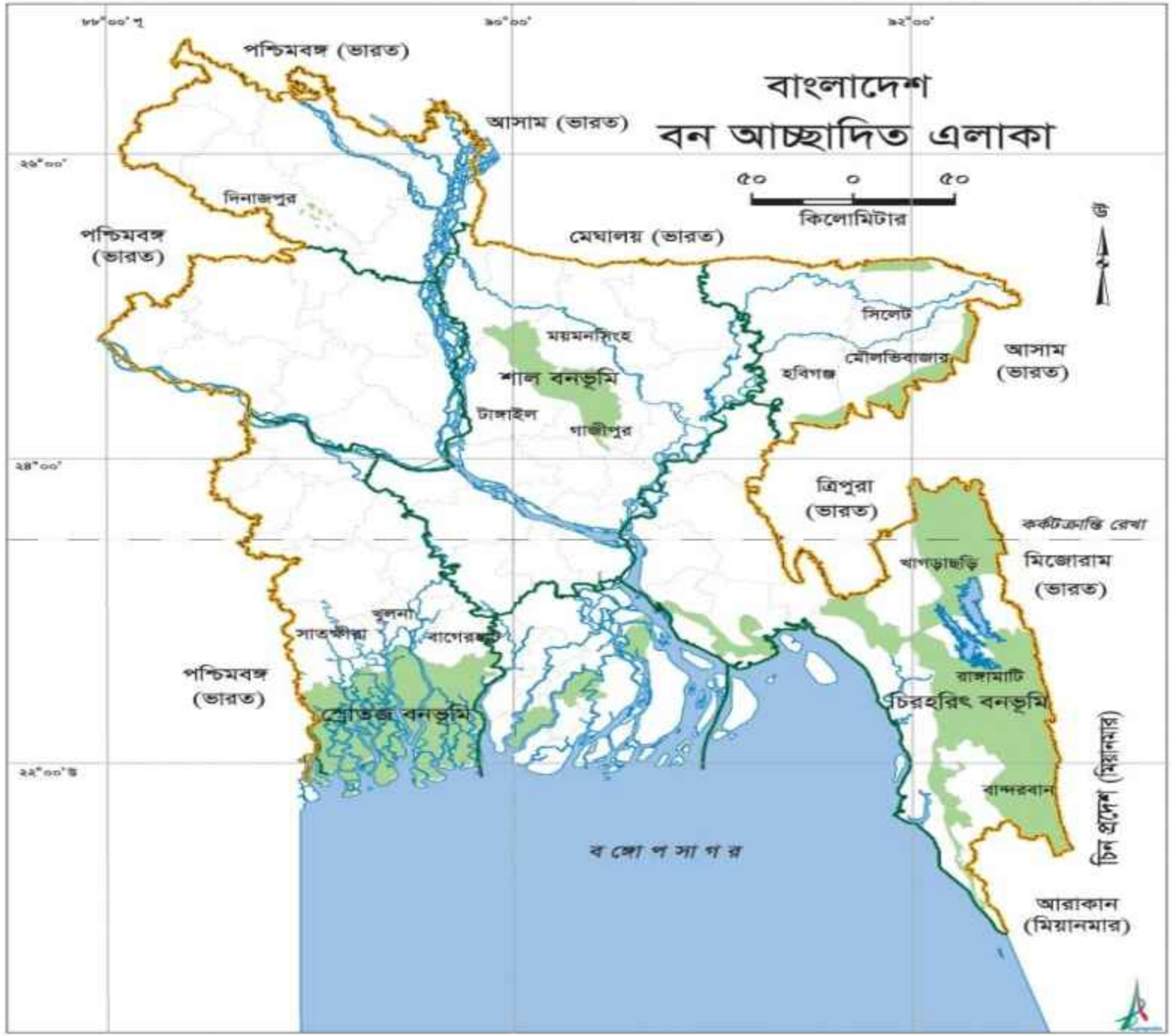

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

- অবস্থান: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চল
- সম্পৃক্ত জেলা: চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার
- আয়তন: ~~প্রায় ১৩ হাজার~~ বর্গ ~~কিলোমিটার~~

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

- বিশেষত্ব: আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি।
- প্রধান বৃক্ষসমূহ: গর্জন, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর, জারুল, ময়না, বাঁশ, বেত ইত্যাদি।
- উদাহরণ:

উদ্যান	অবস্থান
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলা
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জের চুনারুঘাট
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজারের হিমছড়িতে

ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

- অবস্থান: গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, রংপুর, দিনাজপুর, নওগাঁ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও কুমিল্লা।
- বিশেষত্ব: ৯০ ভাগ বৃক্ষ শাল।
- প্রধান বৃক্ষসমূহ: গজারী (শাল), অর্জুন, কড়ই, হরিতকি, বহেরা ইত্যাদি।
- এসব বনকে শালবন বা গজারী বনও বলে।

ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

উদ্যান	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য
মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় বনভূমি	টাঙ্গাঈল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ	শালগাছ কাটার পর গাছের গোড়া বা মাথা থেকে চারা গজিয়ে নতুন গাছ জন্মায়।
বরেন্দ্র বনভূমি	রংপুর, দিনাজপুর, নওগাঁ, রাজশাহী ও পাবনা	সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫ মিটার উঁচু।
লালমাই বনাঞ্চল	কুমিল্লা	

স্রোতজ বনভূমি

অবস্থান: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে

বৈশিষ্ট্য: জোয়ারের লোনা পানিতে ডুবে যায় বলে এ বনের গাছপালার মাঝে বিশেষ ধরনের অভিযোজন হিসেবে শ্বাসমূল, ঠেসমূল এবং জরায়ুর অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

প্রধান বৃক্ষ: সুন্দরী

অন্যান্য বৃক্ষ: পশুর, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দল ইত্যাদি।

স্রোতজ বনভূমি

বাংলাদেশে ম্যানগ্রোভ বন আবার দুই প্রকার

১. প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

২. উপকূলীয় বনায়ন

জলাভূমির বন

- ✓ অঞ্চল: সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে হাওর ও বিল জুড়ে এ ধরনের বনভূমি দেখা যায়
- ✓ উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ: হিজল, করচ, পিটালী, বরুণ ইত্যাদি
- ✓ উদাহরণ: সিলেটের রাতারগুল বনাঞ্চল

রাতারগুল জলাবন

- পরিচয়: বাংলাদেশের একমাত্র জলাবন বা Swamp Forest,
- সিলেটের সুন্দরবন ও বাংলার আমাজন নামে পরিচিত
- অবস্থান: গোয়াইন নদী, ফতেহপুর ইউনিয়ন, গোয়াইনঘাট, সিলেট

রাতারগুল জলাবন

আয়তন:
৩,৩২৫.৬১ একর

বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ঘোষণা: ১৯৭৩ সালে

বন্যপ্রাণী এলাকার আয়তন:
৫০৪ একর

সিলেট থেকে দূরত্ব:
২৬ কি.মি

এক নজরে বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান

বনভূমি	অবস্থান
চকোরিয়া বনাঞ্চল	কক্সবাজার
মধুপুর বনাঞ্চল	টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ
ভাওয়াল বনাঞ্চল	গাজীপুর
সিলেট বনাঞ্চল	সিলেট
উপকূলীয় বনভূমি	খুলনা ও পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণাংশ
চিরহরিৎ বনাঞ্চল	পার্বত্য চট্টগ্রাম

সুন্দরবন

বাংলাদেশের জাতীয় বন	সুন্দরবন
মোট আয়তন	১০,০০০ বর্গ কি.মি
বাংলাদেশ অংশের আয়তন	৬০১৭ বর্গ কি.মি/ ২৪০০ বর্গমাইল (৬২%)
ভৌগোলিক অবস্থান	৮৯.৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১.৫৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে
পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন	সুন্দরবন
বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়	সুন্দরবনকে
অপর নাম	বাংলাদেশে বাদা বন, উপকূলীয় বন, জাফর পয়েন্ট
৩ টি অভয়ারণ্য অঞ্চল	হিরণ পয়েন্ট, কাটকা ও আলকি দ্বীপ
প্রবাহিত নদী	রায়মঙ্গল, বলেশ্বর, শবসা নদী

সুন্দরবন

২ প্রজাতির বাঘ দেখা যায়	মায়া ও চিত্রা হরিণ
সুন্দরবনের বাঘ গণনার পদ্ধতি	পাগ মার্ক
বাংলাদেশে বিস্তৃত	৩টি/ ৫টি জেলায় (বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও পটুয়াখালী)
বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় স্থান পায়	ইউনেস্কো কতৃক ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ (৭৯৮তম)
অভয়ারণ্য ঘোষণা	~~১৯৯৬ সালে~~
পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা	~~১৯৯৮ সালে~~
কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ রয়েছে	কক্সবাজার, নোয়াখালী ও ভোলাতে

সুন্দরবন

- ✓ বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্যে অবস্থান: ১৪তম।
- ✓ রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পায়: ২১ মে, ১৯৯২।
- ✓ বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ঘোষণা করা হয়: ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

Let’s Recap…..

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী
৮৮°০০' পূ
৯০°০০'
৯২°০০'
২৬°০০'
২৪°০০'
২২°০০' উ
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
৫০ ০ ৫০
কিলোমিটার
উ
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
আসাম (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
কর্কটক্রান্তি রেখা
মিজোরাম (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
চিন প্রদেশ (মিয়ানমার)
বঙ্গোপসাগর
আরাকান (মিয়ানমার)

উপনদী ও শাখানদী

- পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে।
- মূল নদী থেকে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে।

মোহনা

- নদী যখন কোনো হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে মোহনা বলে।

আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী

যে নদী এক বা একাধিক রাষ্ট্র অতিক্রম করে অন্য দেশের সীমান্তে প্রবেশ করে

মায়ানমার ও ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকৃত নদীসমূহ

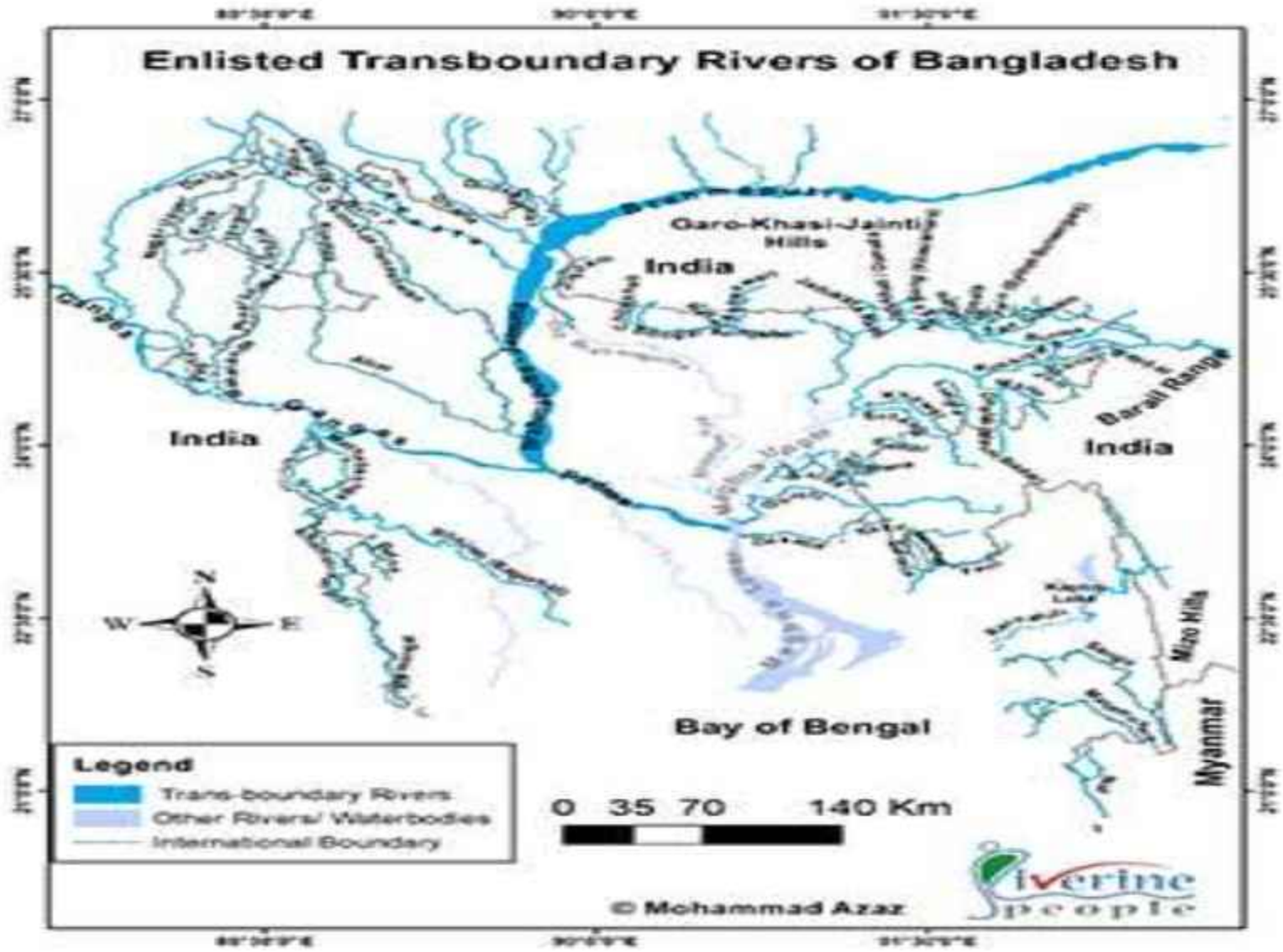
Enlisted Transboundary Rivers of Bangladesh
Garo-Khasi-Jaintia Hills
India
India
India
Barail Range
Mizo Hills
Myanmar
Bay of Bengal
N
W
E
S
Legend
Trans-boundary Rivers
Other Rivers/ Waterbodies
International Boundary
0 35 70 140 Km
© Mohammad Azaz
iverine people

আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী

আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী	সংখ্যা	সূত্র
বাংলাদেশের মোট আন্তঃসীমান্তবর্তী নদী	~~৫৬ টি~~	~~বাংলাপিডিয়া~~
	৫৭ টি	যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ
ভারত বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদী	~~৫৪ টি~~	বাংলাপিডিয়া
	৫৪ টি	যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ

নদী

বাংলাদেশ - মায়ানমার আন্তঃসীমান্তবর্তী নদী	৩ টি (নাফ, সাঙ্গু ও মাতামুহুরি)
বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী	১ টি (কুলিখ)
বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী	আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙন ও মহানন্দা
বাংলাদেশে উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী	হালদা (এশিয়ার বৃহত্তম প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র) (খাগড়াছড়ির বাদানতলী থেকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট)

নদী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নদী

- ✓ নদীপথের দৈর্ঘ্য – ~~২২,৩৩৩ কি.মি.~~।
- ✓ নদ-নদীর সংখ্যা – ১৪১৫ টি।
- ✓ দীর্ঘতম নদী – পদ্মা নদী (৩৪১ কি.মি.),
- ✓ ২য় নদী: ইছামতি নদী (১১টি জেলা দিয়ে প্রবাহিত)।
- ✓ সবচেয়ে বেশি জেলা দিয়ে প্রবাহিত নদী পদ্মা (১২টি)।
- ✓ সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত হয়েছে যে বিভাগ দিয়ে ঢাকা বিভাগ (২২২টি)।
- ✓ ক্ষুদ্রতম নদী – বলেশ্বর, অবস্থান: শেরপুর।
- ✓ সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত হয়েছে যে জেলা দিয়ে সুনামগঞ্জ জেলা দিয়ে (৯৭টি)।

নদী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নদী

খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী (Karnaphuli)
দীর্ঘতম নদী (Longest river)	পদ্মা (Padma)
প্রশস্ততম নদী (Widest river)	মেঘনা (Meghna)
গভীরতম নদী (Deepest river)	
চরের সংখ্যা বেশি যে নদীতে (The number of fodder is more in the river)	যমুনা (Jamuna)
বাংলাদেশ দক্ষিণ - পশ্চিম উপকূল থেকে ভারতকে পৃথক করেছে যে নদী (The river that separates Bangladesh from South-West India)	হাড়িয়াভাঙ্গা (Hariabhanga)
বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী (Rivers flowing from Bangladesh into India)	কুলিখ (Kulikh)
বাংলাদেশ মিয়ানমার পৃথককারী নদী (Rivers separating Bangladesh and Myanmar)	নাফ (Naf)

নদী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নদী

উত্তরাঞ্চলের লাইফলাইন (The lifeline of Northern Region)	তিস্তা (Teesta)
বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে আবার পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী (River that goes from Bangladesh to India and re-enters Bangladesh)	মহানন্দা, আত্রাই, পুনর্ভবা, ট্যাঙ্গন (Mahananda, Atrai, Punarbhava, Tangon)
প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র (Natural Fish Breeding Centre)	হালদা নদী (Halda River)
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী (Rivers of origin and conclusion within Bangladesh)	সাঙ্গু (Sangu), হালদা
কুমিল্লার দুঃখ (The sorrow of Cumilla)	গোমতি (Gomati)
বাংলাদেশের প্রথম 'জীবন্ত সত্তা' নদী (The first 'Living Force' river of Bangladesh)	তুরাগ নদী (Turag River)

নদী সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান
(Institutions related to rivers)

নাম (Name)	অবস্থান (Location)
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (River Research Institute)	ফরিদপুর (Faridpur)
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে ঢাকায় (১৯৮৮ সালে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত করা হয়)	
বৃহত্তম নদী বন্দর (Largest river port)	শীতলক্ষ্যা, নারায়ণগঞ্জ (Shitalakshya, Narayanganj)

নদী বিষয়ক চুক্তি

Joint River Commission	
স্বাক্ষরিত হয়	মার্চ, ১৯৭২
স্থান	ঢাকা, বাংলাদেশ
স্বাক্ষরকারী	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী
উদ্দেশ্য	বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে পারস্পরিক সাহায্য ইত্যাদি

নদ-নদীর উৎপত্তি

নদ-নদী	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা	হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
মেঘনা	আসামের লুসাই পাহাড় থেকে
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে
ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পবর্তশৃঙ্গ থেকে

ব্রহ্মপুত্র

তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের
মানস সরোবর হ্রদ থেকে

হালদা

খাগড়াছড়ির

বাদনাতলী

পর্বতশৃঙ্গ থেকে

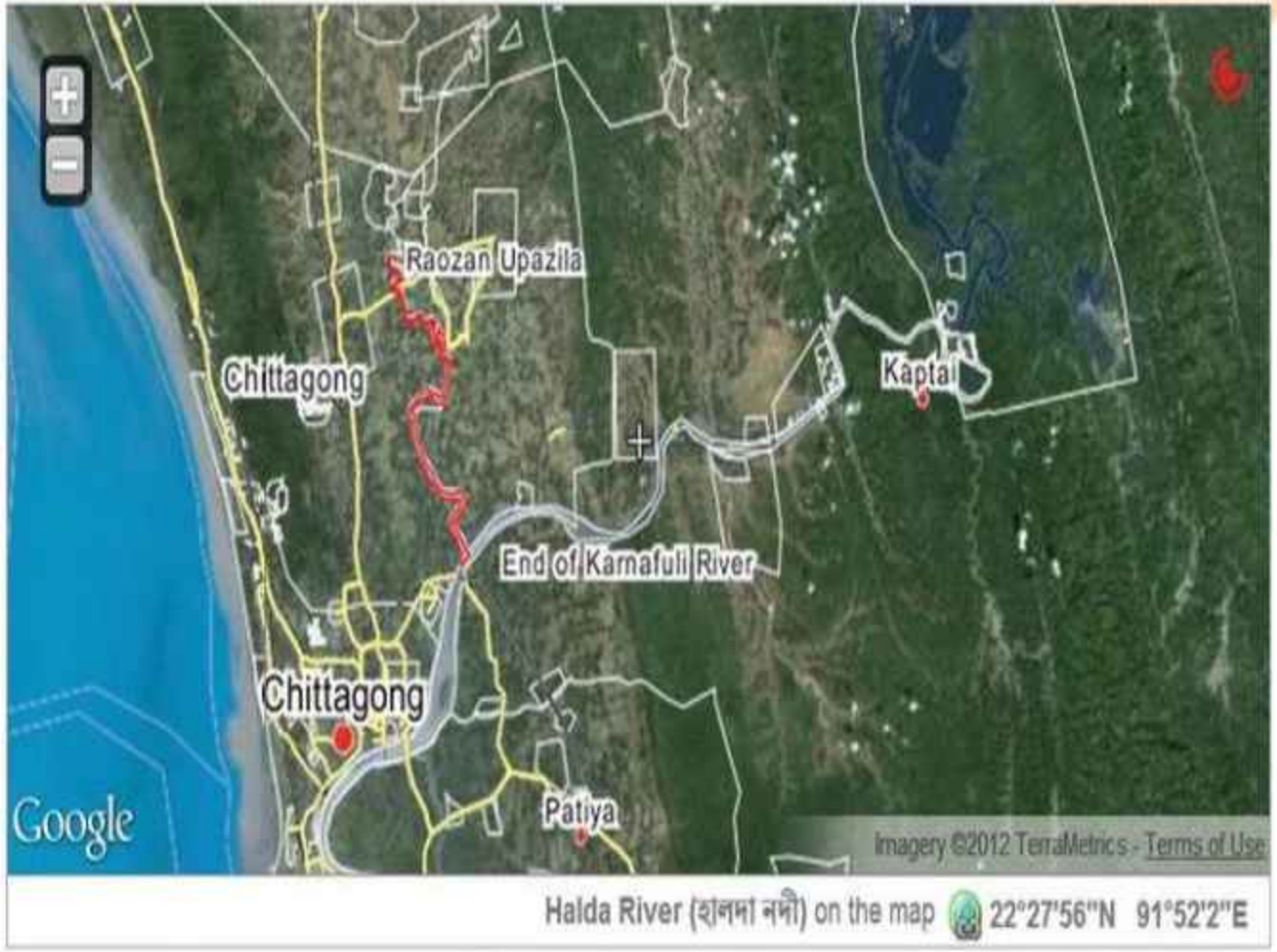

Halda River (হালদা নদী)

কর্ণফুলী

আসামের লুসাই পাহাড়
থেকে
(মিজোরাম)

নদ-নদীর উৎপত্তি

মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড় থেকে
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত থেকে
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে
সাঙ্গু	আরাকানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে
গোমতী	ত্রিপুরা পাহাড় থেকে

প্রধান প্রধান নদ- নদীর বাংলাদেশে প্রবেশ পথ

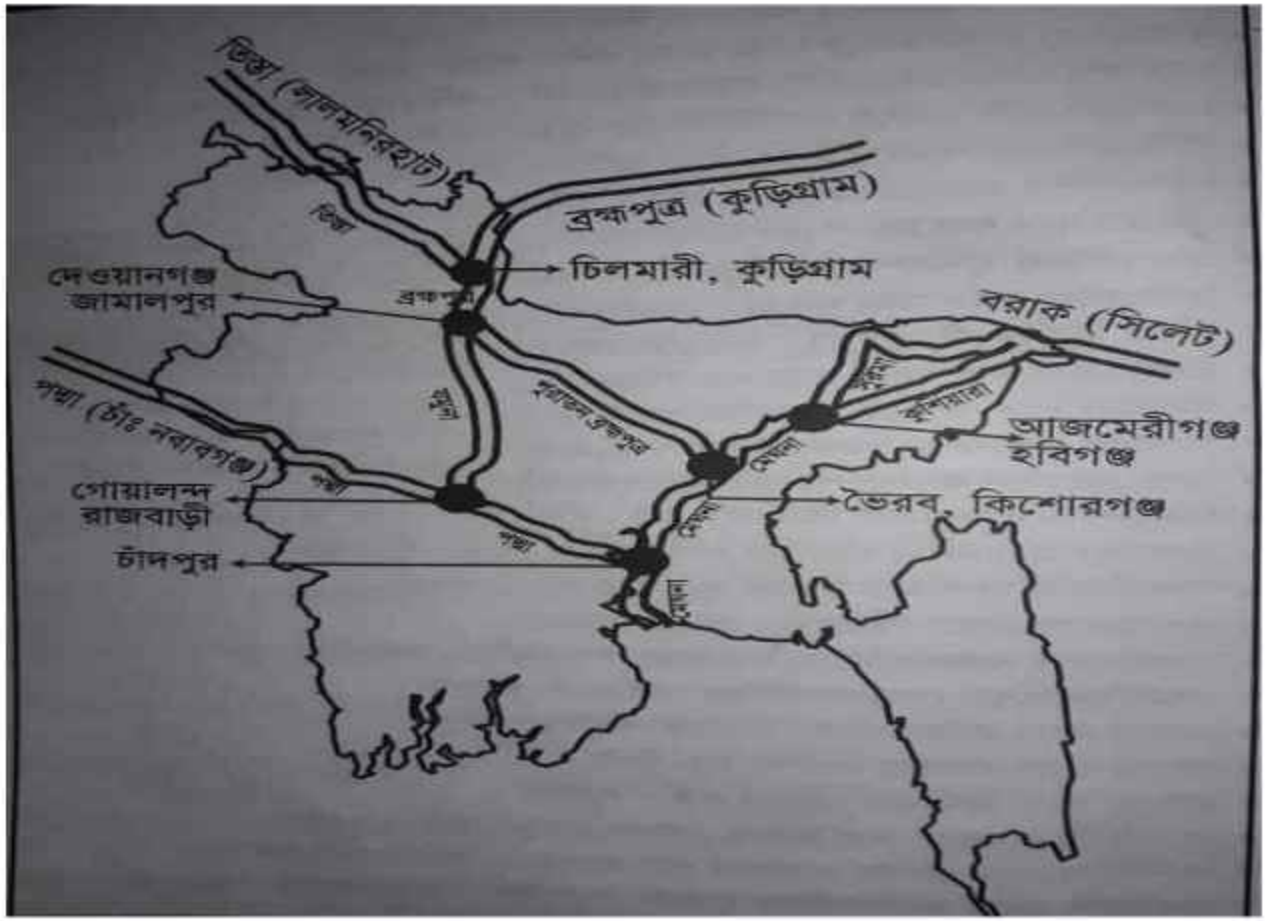

নদী	যে পথে প্রবেশ
পদ্মা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মেঘনা	সিলেট
ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম
তিস্তা	নীলফামারী
কর্ণফুলী	রাঙামাটি

(পশ্চিম)

জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
উপজেলা- শিবগঞ্জ
স্থান- মনাকশা

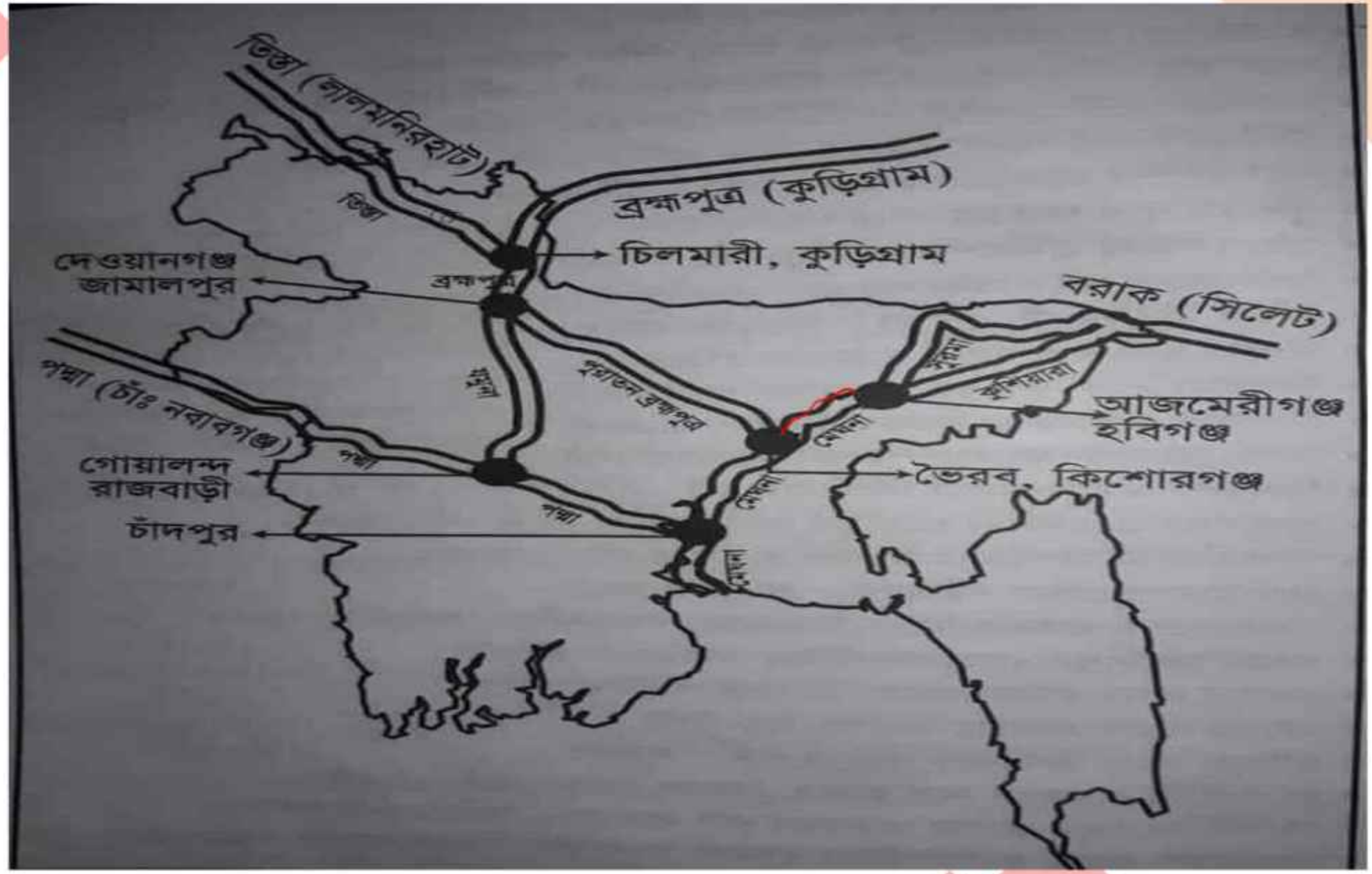
তিস্তা (লালমনিরহাট)
ব্রহ্মপুত্র (কুড়িগ্রাম)
চিলমারী, কুড়িগ্রাম
দেওয়ানগঞ্জ
জামালপুর
বরাক (সিলেট)
পদ্মা (চাঁদ নবাবগঞ্জ)
আজমেরীগঞ্জ
হবিগঞ্জ
গোয়ালন্দ
রাজবাড়ী
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
চাঁদপুর

নদ-নদীর মিলিত স্থান

নদ-নদী	মিলিত স্থান	নাম ধারণ
পদ্মা + যমুনা	গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)	পদ্মা
পদ্মা + মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা
ব্রহ্মপুত্র + তিস্তা	চিলমারি (কুড়িগ্রাম)	ব্রহ্মপুত্র
সুরমা + কুশিয়ারা	আজমিরীগঞ্জ (হবিগঞ্জ)	কালনী

নদ-নদী	মিলিত স্থান	নাম ধারণ
বাঙালি + যমুনা	বগুড়া	যমুনা
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র + মেঘনা	ভৈরব বাজার	মেঘনা
হালদা + কর্ণফুলী	কালুরঘাট (চট্টগ্রাম)	কর্ণফুলী

নদ-নদীর মিলিত স্থান

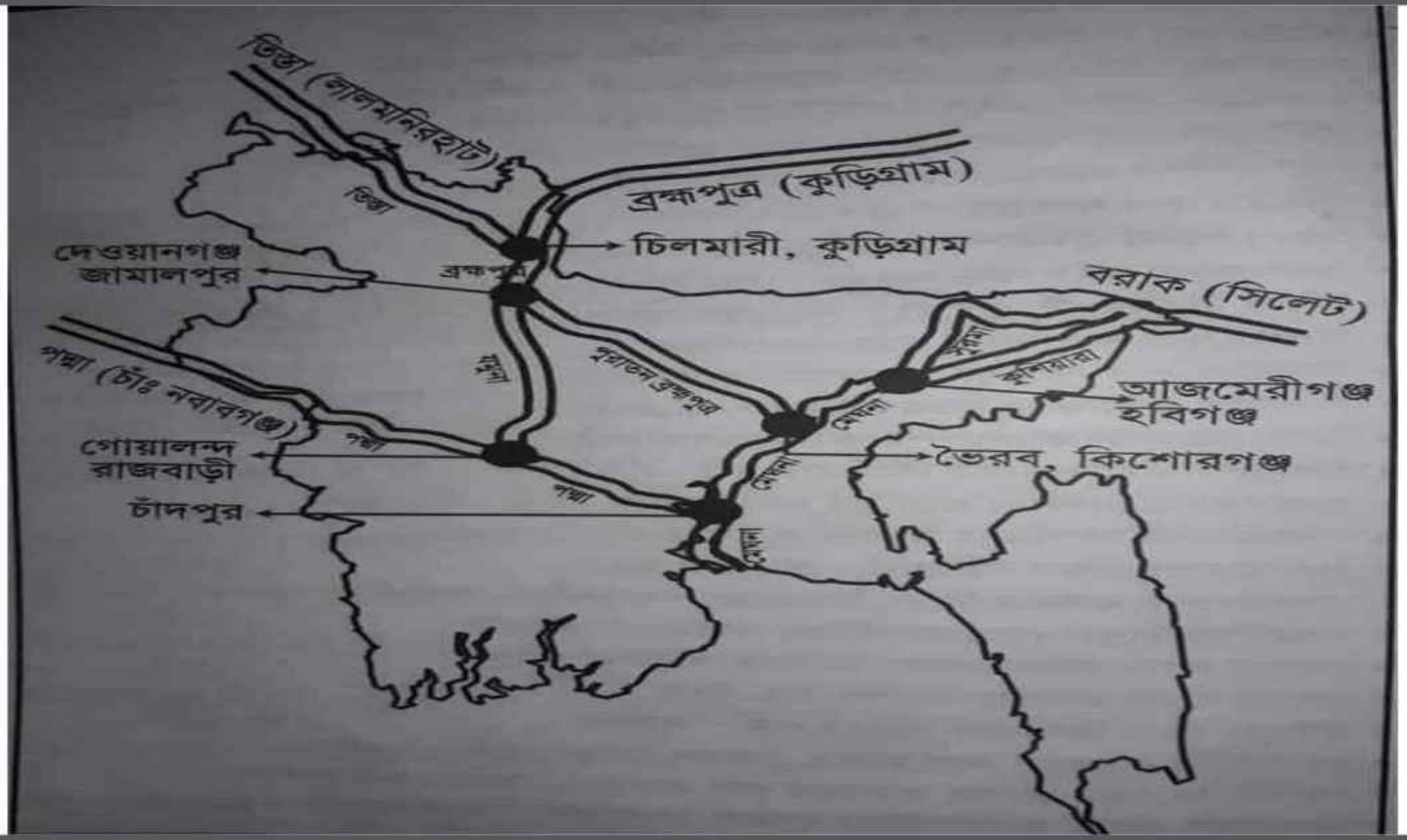
তিস্তা (লালমনিরহাট)
তিস্তা
ব্রহ্মপুত্র (কুড়িগ্রাম)
চিলমারী, কুড়িগ্রাম
দেওয়ানগঞ্জ
জামালপুর
ব্রহ্মপুত্র
বরাক (সিলেট)
সুরমা
কুশিয়ারা
পদ্মা (চাঁঃ নবাবগঞ্জ)
যমুনা
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
আজমেরীগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মেঘনা
গোয়ালন্দ
রাজবাড়ী
পদ্মা
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
চাঁদপুর
পদ্মা
মেঘনা
মেঘনা

উপনদী, শাখানদী

নদী	উপনদী	শাখানদী
পদ্মা	মহানন্দা	কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, টাঙন ও কুলিখ	-----
মেঘনা	মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী	-----
ব্রহ্মপুত্র	ধরলা ও তিস্তা	যমুনা, বংশী, শীতলক্ষ্যা

উপনদী, শাখানদী

নদী	উপনদী	শাখানদী
যমুনা	করতোয়া ও আত্রাই	ধলেশ্বরী
কর্ণফুলী	হালদা, বোয়ালখালী, কাসালং	মাইনী
ধলেশ্বরী	-----	বুড়িগঙ্গা
ভৈরব	-----	কপোতাক্ষ ও পশুর

মেঘনা

উৎপত্তিস্থল: আসামের লুসাই পাহাড়।

পতিতস্থল: বঙ্গোপসাগর।

শাখা নদী: তিতাস, ডাকাতিয়া।

উপনদী: মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী।

ব্রহ্মপুত্র

উৎপত্তিস্থল: তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে।

পতিতস্থল: মেঘনা।

শাখা নদী: যমুনা, বংশী, শীতলক্ষ্যা।

উপনদী: ধরলা ও তিস্তা।

পদ্মা

উৎপত্তিস্থল: হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ।

পতিতস্থল: মেঘনা।

শাখা নদী: কুমার, ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ।

উপনদী: মহানন্দা।

যমুনা

উৎপত্তিস্থল: কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে।

পতিতস্থল: পদ্মা।

শাখা নদী: ধলেশ্বরী।

উপনদী: করতোয়া ও আত্রাই।

কর্ণফুলী

উৎপত্তিস্থল: মিজোরামের লুসাই পাহাড়ে।

পতিতস্থল: বঙ্গোপসাগর।

শাখা নদী: মাইনী।

উপনদী: হালদা, বোয়ালখালী, কাসালং।

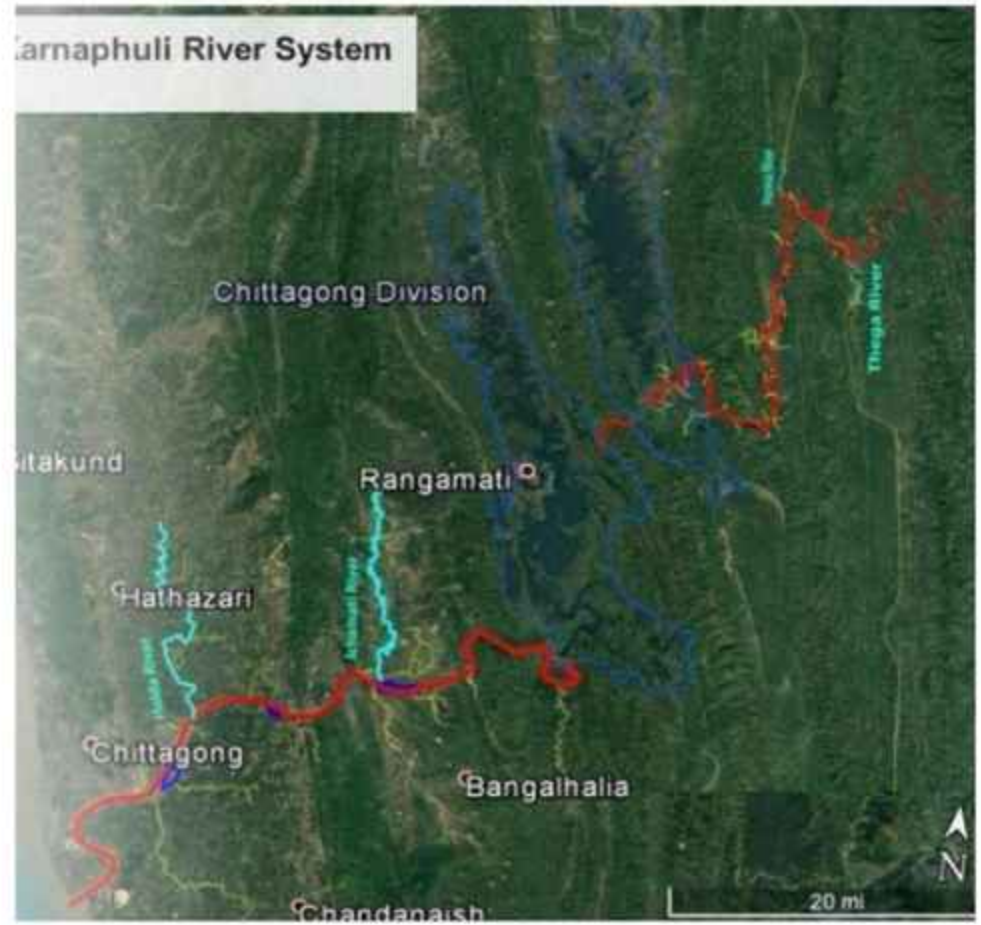

করতোয়া

উৎপত্তিস্থল: সিকিমের পর্বত অঞ্চল।

পতিতস্থল: যমুনা।

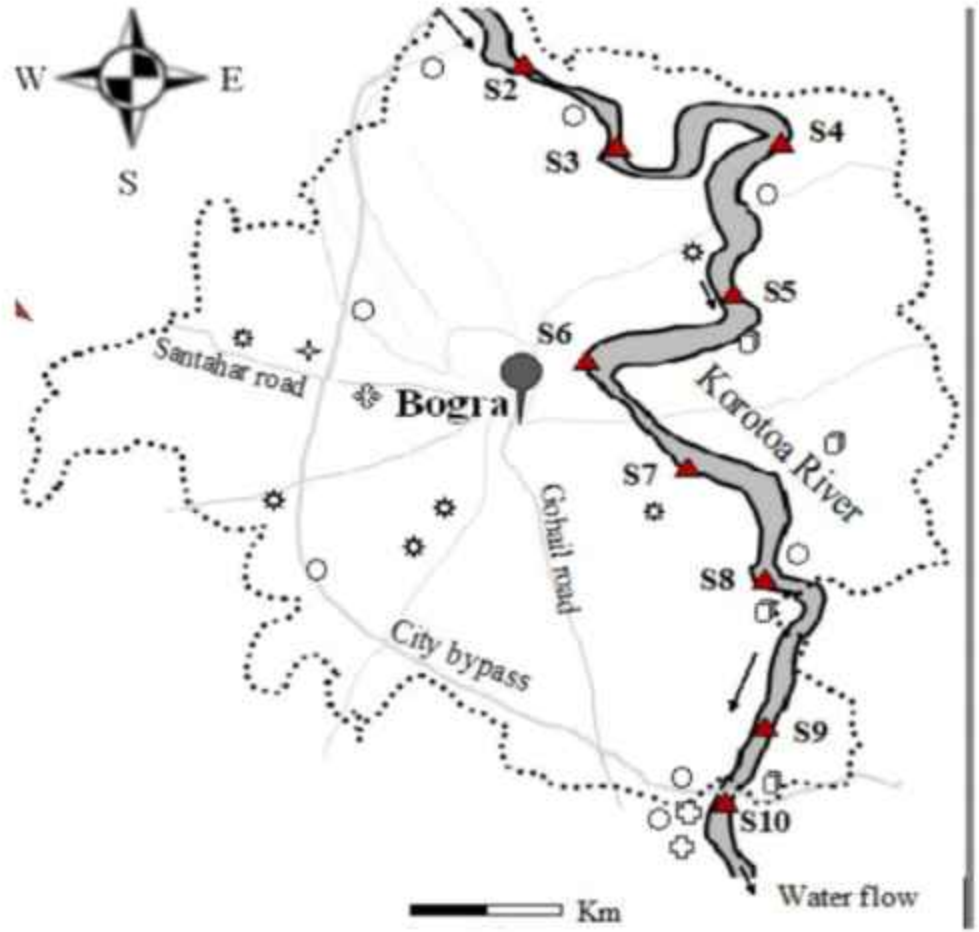

সাঙ্গু

উৎপত্তিস্থল: মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড় থেকে।

পতিতস্থল: বঙ্গোপসাগর।

উপনদী: চাঁদখালি, ধলু খাল।

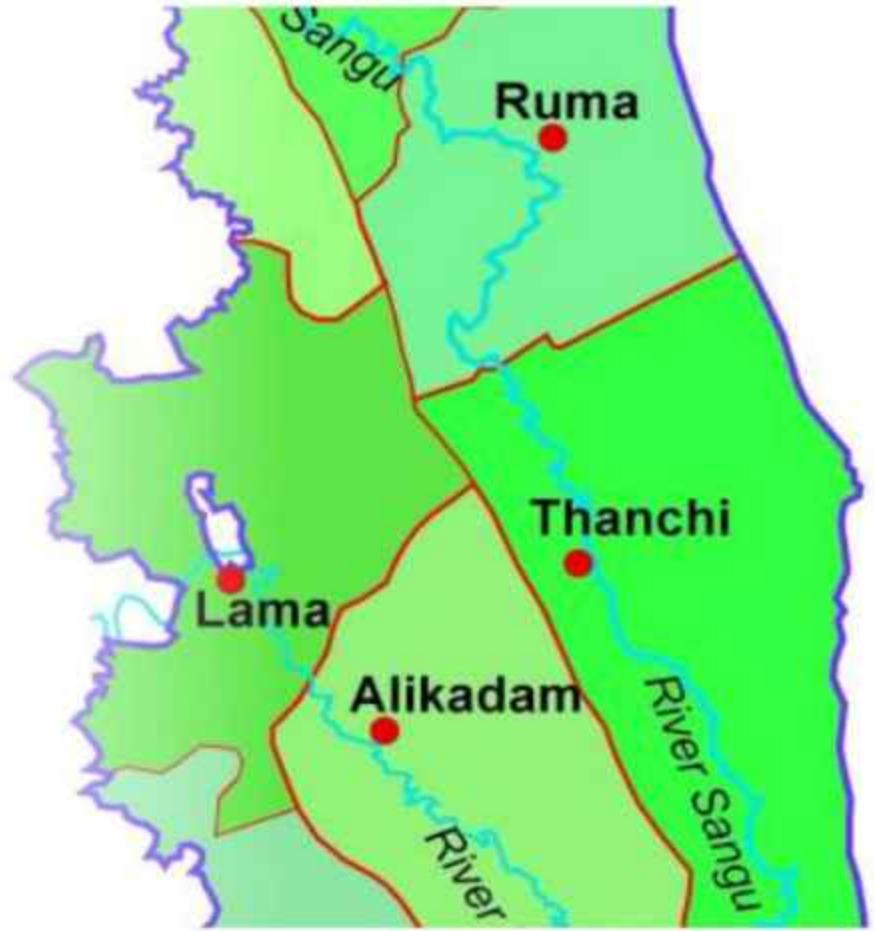

হালদা

উৎপত্তিস্থল: খাগড়াছড়ি বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ।

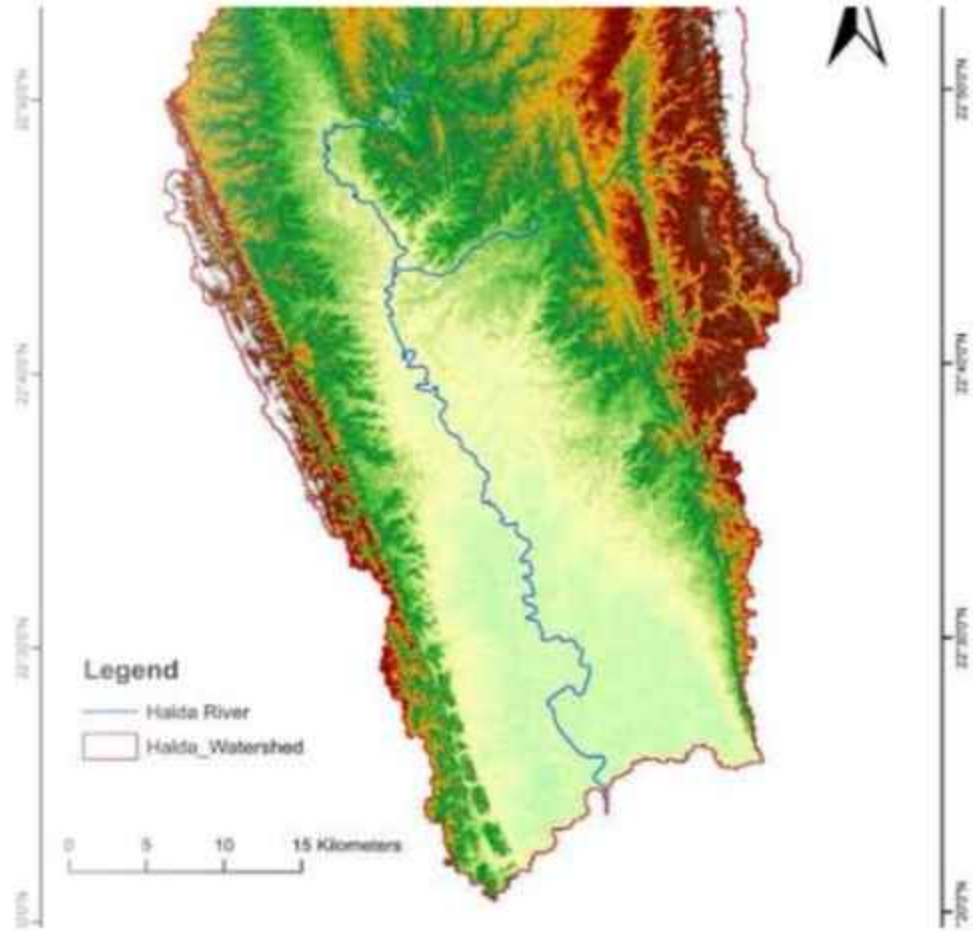

মাতামুহুরী

উৎপত্তিস্থল: লামার মাইভার পর্বত।

পতিতস্থল: বঙ্গোপসাগর।

উপনদী: ইয়াঞ্চা খাল এবং রামু খাল।

তিস্তা

উৎপত্তিস্থল: সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল।

পতিতস্থল: ব্রহ্মপুত্র।

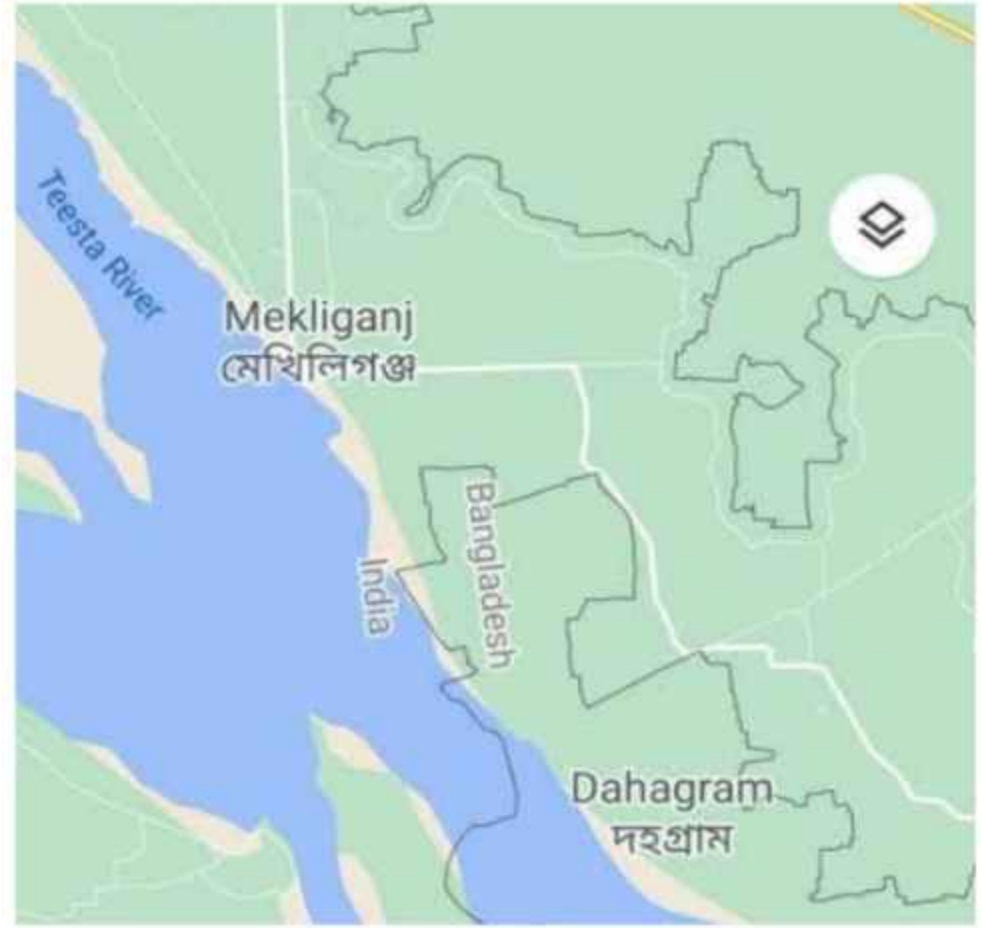

বাংলাদেশের নদ-নদীর

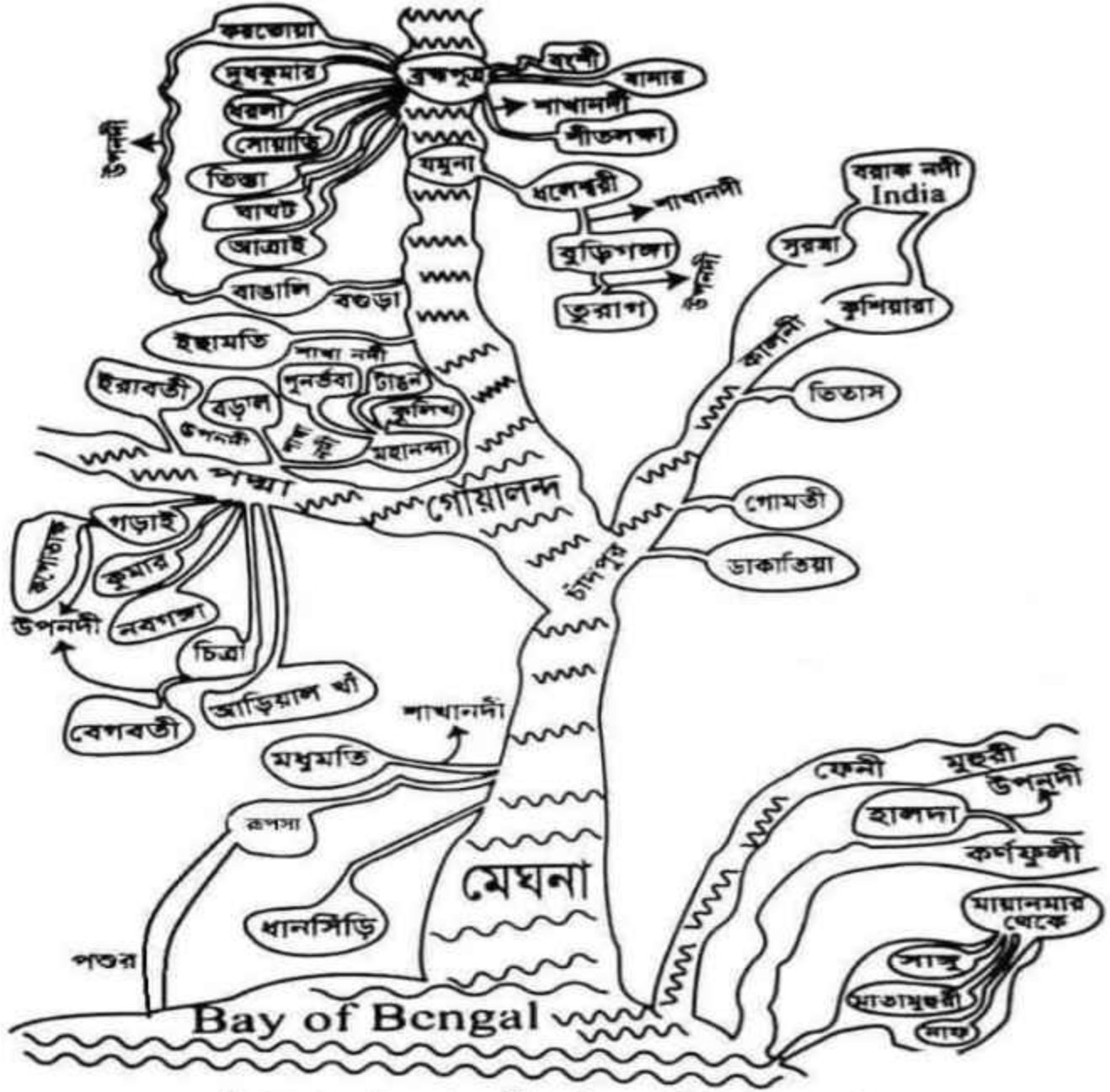

চিত্রঃ বাংলাদেশের নদী নেটওয়ার্ক (সহজভাবে)।

নদ-নদীর বিশেষায়ণ

কুমিল্লার দুঃখ	গোমতী নদী
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাক্তাই খাল
খাগড়াছড়ির দুঃখ	চেঙ্গি
খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী নদী
চরের সংখ্যা বেশি	যমুনা নদীতে
জোয়ার-ভাটা হয় না	গোমতী

নদ-নদীর বিশেষায়ণ

পশ্চিমা বাহিনীর নদী	বিল ডাকাতিয়া, খুলনা
উত্তরাঞ্চলের লাইফ লাইন	তিস্তা
পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন	গড়াই
ব্যক্তির নামে নদী	রূপসা (রূপলাল সাহার নামানুসারে)
নদীর নামে জেলা	ফেনী
আন্তর্জাতিক নদী	পদ্মা

নাফ ও হাড়িয়াভাঙার তুলনা

বিষয়	নাফ	হাড়িয়াভাঙা
বিভক্ত করেছে	বাংলাদেশ- মায়ানমার	বাংলাদেশ- ভারত
উৎপত্তি	আরাকান পাহাড়	রায়মঙ্গল নদী
প্রবেশ	টেকনাফ, কক্সবাজার	সাতক্ষীরা
দৈর্ঘ্য	৫৬ কি.মি.	৩৮ কি.মি.
পতনস্থল	বঙ্গোপসাগর	সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে

জলপ্রপাত

বাংলাদেশের জলপ্রপাত

জলপ্রপাতের নাম	অবস্থান
শুভলং	রাঙামাটি
হামহাম	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
পরীকুণ্ডু	বড়লেখা
নাফাকুম	থানচি, বান্দরবান

বাংলাদেশের ঝরনা

নাম	অবস্থান	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
হিমছড়ি	কক্সবাজার	বাংলাদেশের একমাত্র শীতল পানির ঝরনা
সীতাকুণ্ড	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের একমাত্র উষ্ণ পানির ঝরনা
নাফাখুম	রেমাক্রি, বান্দরবান	
তৈদুছড়া	খাগড়াছড়ি	

হিমছড়ি ঝরনা

নাফাখুম ঝরনা

শৈল্যপ্রপাত ঝরনা

শুভলং ঝরনা

বাংলাদেশের ঝরনা

নাম	অবস্থান
শুভলং	বরকল, রাঙ্গামাটি
শৈলপ্রপাত	রুমা, বান্দরবান
জাদিপাই	রুমা, বান্দরবান
তিনাপ	আলীকদম, বান্দরবান
রিসাং	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি

বিল

তামাবিল	সিলেট
চলন বিল	পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ
আড়িয়াল খাঁ বিল	শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
বাইক্কা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
কাইয়ার বিল	কক্সবাজার
বড় বিল	পীরগঞ্জ
ভবদহ বিল	যশোর
বিল ডাকাতিয়া	খুলনা

তামাবিল

- ✓ বাংলাদেশের একমাত্র সীমান্তবর্তী বিল।
- ✓ ভারত থেকে কয়লা আমদানি করার জন্য বিখ্যাত।

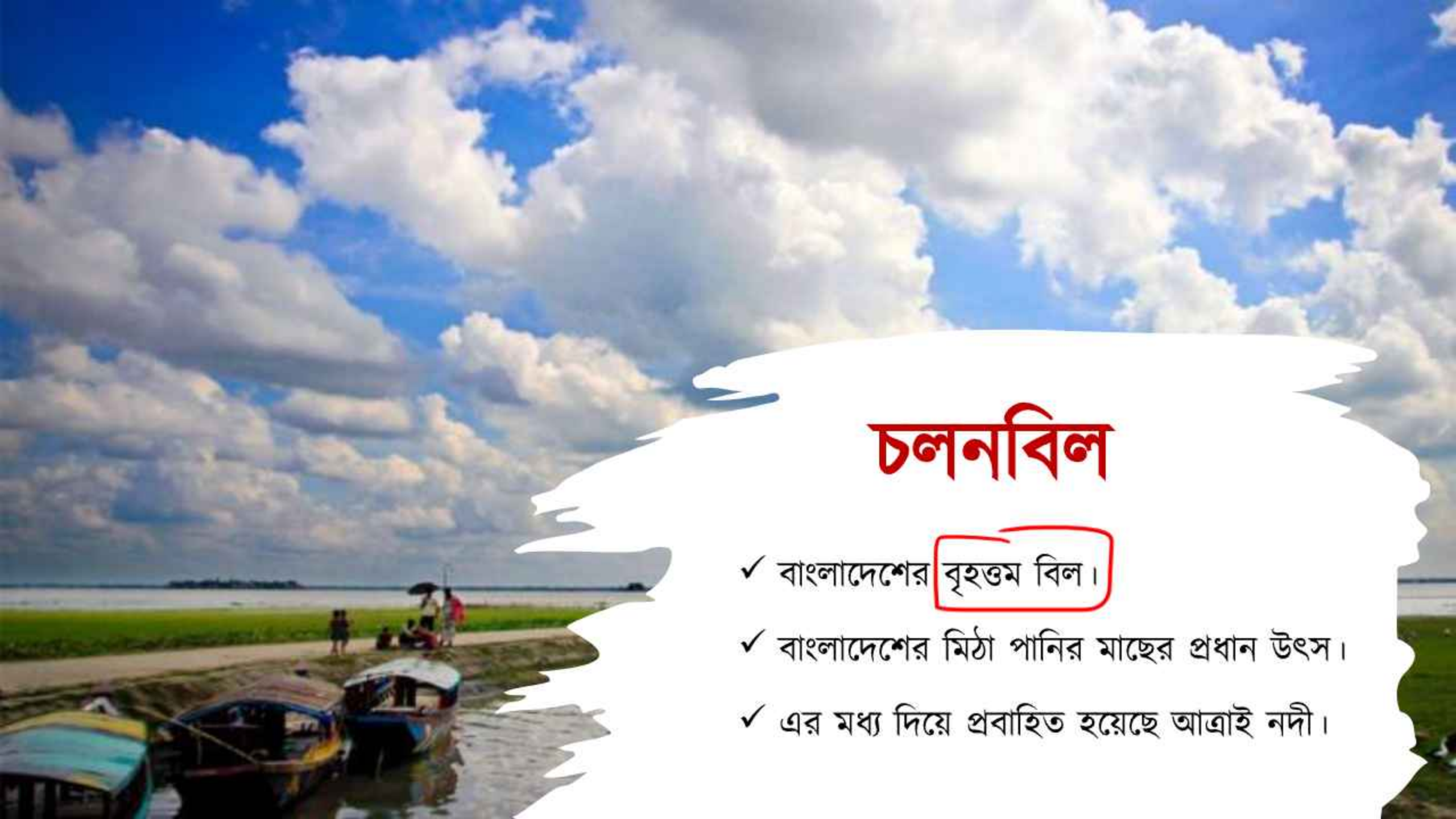

চলনবিল

- ✓ বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল।
- ✓ বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছের প্রধান উৎস।
- ✓ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আত্রাই নদী।

হাওড়

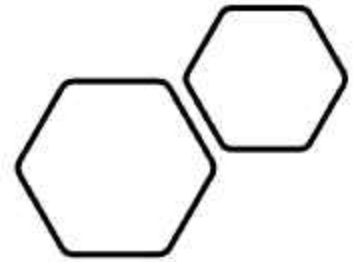

✓ হাওড় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়- ময়মনসিংহ, সিলেট।

হাওড়

হাওড়	অবস্থান	বিশেষ তথ্য
টাঙ্গুয়ার হাওড় (অপর নাম - রামসার হাওড়)	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ	২০০০ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর অংশ হিসেবে ঘোষণা করে। স্থানীয় নাম 'নয় কুড়ি ছয় কান্দা বিল"
হাকালুকি হাওড়	মৌলভীবাজার ও সিলেট	বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়। ১৯৯৯ সালে এটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এরিয়া (Ecologically Critical Area - ECA) হিসেবে ঘোষিত হয়।
হাইল হাওড়	মৌলভীবাজার	
বুরবুক হাওড়	জৈন্তাপুর সিলেট	বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হাওড়

হাওড়

টাঙ্গুয়ার হাওড়

হাকালুকি হাওড়

চর

জেলা	বিখ্যাত চর
ভোলা	চর মানিক, চর জব্বার, চর নিউটন, চর কুকড়ি মুকড়ি, চর নিজাম, চর জংলী, চর মনপুরা, চর জহির উদ্দিন, চর ফয়েজ উদ্দিন, চর কলমি, চর ফ্যাশন
ফেনী	মহুরীর চর
নোয়াখালী	চর শ্রীজনি ,চর শাহাবানী (হাতিয়া), ভাসান চর, সূবর্ণচর
লক্ষীপুর	চর আলেকজান্ডার, চর গজারিয়া

চর

জেলা	বিখ্যাত চর
রাজশাহী	নির্মল চর
চট্টগ্রাম	উড়ির চর
পটুয়াখালী ও বরগুনা	চর তুফানিয়া, ফাতরার বন
সুন্দরবন (বাগেরহাটের নিকটে)	❑ দুবলার চর: ✓ সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত মৎস্য আহরণ, শুটকী উৎপাদন এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত। ✓ দুবলার চরের অপর নাম জাফর পয়েন্ট।

ভোলা

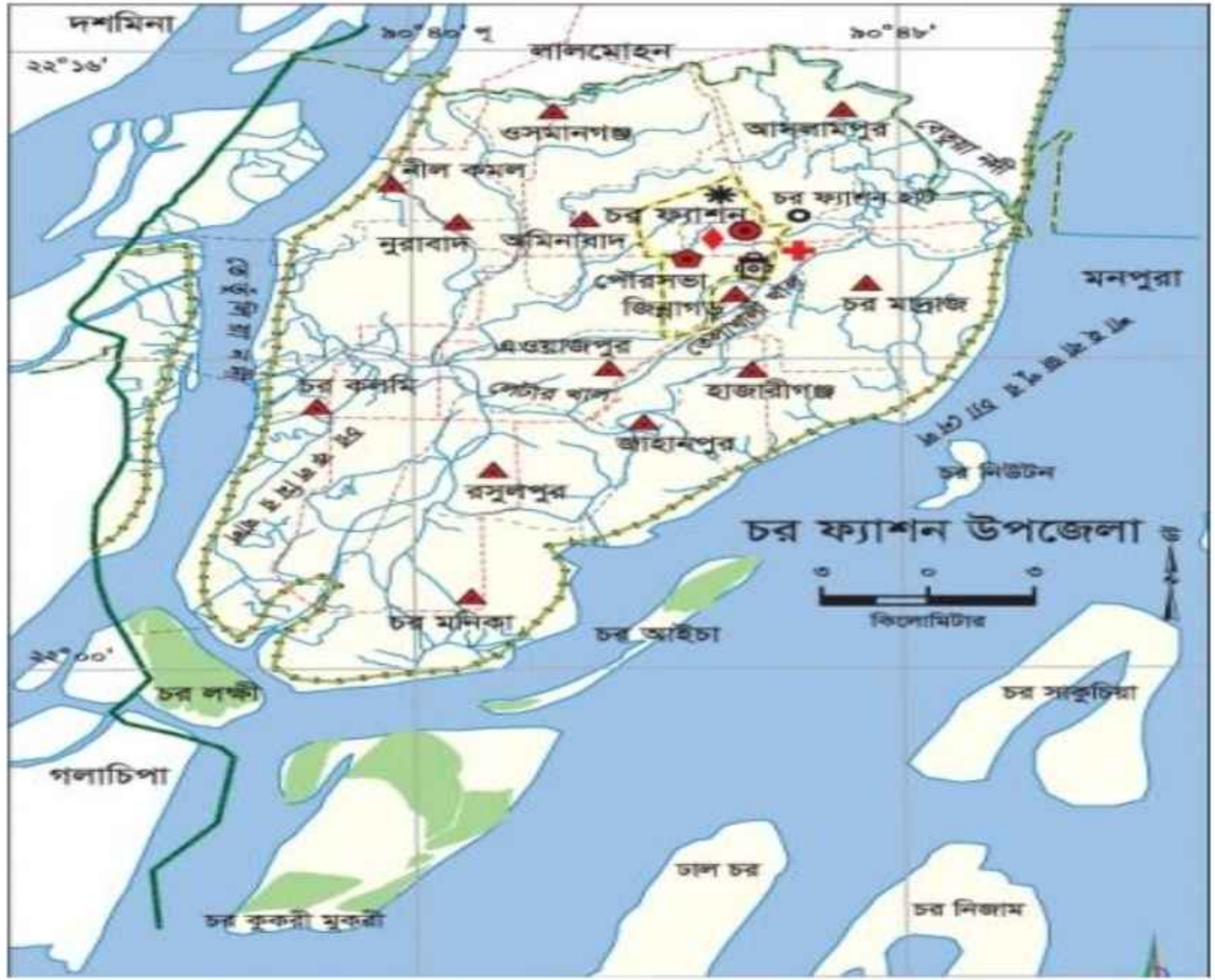
দশমিনা
লালমোহন
ওসমানগঞ্জ
আশ্রাফপুর
নীল কমল
চর ফ্যাশন
চর ফ্যাশন হাট
নুরাবাদ
আমিনাবাদ
পৌরসভা
জিন্নাগড়
চর মাদ্রাজ
মনপুরা
এওয়াজপুর
চর কলমি
পেটার খাল
হাজারীগঞ্জ
জাহানপুর
রসুলপুর
চর মনিকা
চর আইচা
চর ফ্যাশন উপজেলা
কিলোমিটার
চর লক্ষী
গলাচিপা
চর কুকরী মুকরী
ঢাল চর
চর নিজাম
চর সাকুচিয়া

ভাসান চর

দুবলার চর

Let’s Recap…..

THANK
YOU
FOR
YOUR
ATTENTION